POSTAL REG NO GDP- 43 / 2020 -2022

بسم الله الرحمن الرحيم   نحمده ونصلّي على رسوله الكريم   وعلى عبده المسيح الموعود
وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ

খণ্ড 7   সংখ্যা 26

বদর

সাপ্তাহিক কাদিয়ান
Weekly BADAR Qadian Bangla
www.akhbarbadarqadian.in

সম্পাদক: তাহের আহমদ মুনির
সহ-সম্পাদক: মির্যা সফিউল আলাম

বৃহস্পতিবার 30 শে জুন, 2022   29 জুল কাআদা 1443 A.H

আল্লাহ্‌র বাণী

وَكَذَّبَ بِهٖ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ ؕ
قُلْ لَّسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيْلٍ

এবং তোমার জাতি ইহাকে মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছে, অথচ ইহাই সত্য; তুমি বল, ‘ আমি তোমাদের উপর কোন অভিভাবক নহি।’

(আল আনআম: ৬৭)

আহমদীয়া সংবাদ

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মোমিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) আল্লাহ্‌র কৃপায় কুশলে আছেন। আলহামদো লিল্লাহ। জামাতের সদস্যদের নিকট হুযূর আনোয়ারের সুসাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু এবং হুযুরের যাবতীয় উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ হওয়ার জন্য ও তাঁর সুরক্ষার জন্য দোয়ার আবেদন রইল। আল্লাহ তা'লা সর্বদা হুযুরের রক্ষক ও সাহায্যকারী হউক। আমীন।

মহানবী (সা.)-এর বাণী

অনুমতি না পেলে ফিরে যাওয়ার নির্দেশ।

২০৬২) উবায়েদ বিন উমায়ে এর পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত আবু মুসা আশআরী (রা.) হযরত উমর বিন খাত্তাব (রা.)-এর সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য অনুমতি প্রার্থনা করলে তাঁকে অনুমতি দেওয়া হয় নি। হয়তো (হযরত উমর) কাজে ব্যস্ত ছিলেন। হযরত আবু মুসা ফিরে যান। এর মধ্যে হযরত উমরের কাজ শেষ হলে তিনি বললেন, ‘আমি কি আব্দুল্লাহ বিন কায়েস (আবু মুসা)-র কণ্ঠ শুনেছিলাম? তাঁকে ভিতরে আসার অনুমতি দাও। তাঁকে বলা হল তিনি তো ফিরে গেছেন।অতঃপর হযরত উমর (রা.) তাঁকে ডেকে পাঠান (এবং জিজ্ঞাসা করেন) তখন (হযরত আবু মুসা) বললেন, আমাদেরকে এই আদেশই দেওয়া ছিল (যখন অনুমতি না পাবে, তখন ফিরে যাবে)। তখন হযরত উমর (রা.) বললেন, আপনাকে এ বিষয়ের সাক্ষী জোগাড় করতে হবে।’এরপর তিনি আনসারদের মজলিসে গিয়ে তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলে তারা বলল- এ বিষয়ে কেউ আপনার জন্য সাক্ষী দিবে না, কিন্তু সেই ব্যক্তি যে আমাদের মধ্যে সব থেকে স্বল্প বয়স্ক। অর্থাৎ আবু সাঈদ খুদরী (রা.)। তখন তিনি আবু সাঈদ খুদরী (রা.)কে সঙ্গে করে নিয়ে যান। (তাঁর কথা শুনে) হযরত উমর বললেন: রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর এই নির্দেশটি কি আমার অগোচরে থেকে গিয়েছিল? বাজারের কেনাবেচা আমাকে উদাসীন করে রেখেছিল। এর দ্বারা তিনি বোঝাতে চেয়েছিলেন যে ব্যবসা বাণিয্য সূত্রে তিনি বাইরে যেতেন।

(সহী বুখারী, ৪র্থ খণ্ড, কিতাবুল বুইয়ু)

জুমআর খুতবা, ২৭ মে, ২০২২
ভার্চুয়াল সাক্ষাতানুষ্ঠান।
প্রশ্নোত্তর পর্ব

বস্তুত মুত্তাকীদের কোনও দোয়াই বিফলে যায় না।

আল্লাহ্‌র প্রিয়ভাজন যদি নিজের দুর্বলতা, অজ্ঞতা এবং ভুলের কারণে এমন কোনও বিষয়ের জন্য দোয়া করে বসে যা তার পক্ষে ক্ষতিকর, সেই দোয়া তিনি প্রত্যাখ্যান করে দেন আর এর পরিবর্তে শ্রেয়তর বস্তু তাঁকে দান করেন

হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর বাণী

সেই কল্যাণ যা দোয়া গৃহীত হওয়ার মাধ্যমে লাভ হয় তা ঐ সব ব্যক্তি লাভ করে যারা মুত্তাকী হয়ে থাকে। এখন আমি স্পষ্ট করব যে মুত্তাকী কারা। কিন্তু এখানে একটি সন্দেহ নিরসন করা জরুরী বলে মনে করি। সেটি হল এই যে, অনেক মুত্তাকী এমন আছেন যাদের কতিপয় দোয়া তাদের বাসনা অনুযায়ী পূর্ণ হয় না। এমনটি কেন হয়? একথা স্মরণ রাখা উচিত যে, বস্তুত সেই সব লোকের কোনও দোয়াই বিফলে যায় না। আর মানুষ যেহেতু অদৃষ্ট পরিজ্ঞাত নয় আর সে জানে না যে সেই দোয়ার পরিণাম তার পক্ষে কি প্রভাব সৃষ্টি হতে চলেছে, তাই আল্লাহ্ তা'লা তখন পরম স্নেহ ও কৃপাবশত সেই দোয়াকে স্বীয় বান্দার জন্য এমনভাবে গ্রহণ করেন যা তার জন্য কল্যাণকর এবং অনুকূল হয়। যেমন এক অবোধ শিশু সাপকে এক সুন্দর ও কোমল বস্তু মনে করে ধরতে যায় কিম্বা জ্বলন্ত আগুন দেখে মায়ের কাছে পাওয়ার জন্য আবদার করে বসে, তখন সেই মা, যতই সে নির্বোধ হোক, কখনও কি চাইবে যে তার শিশুটি সাপকে হাতে ধরুক বা জ্বলন্ত কয়লার টুকরো হাতে নিক? কখনই নয়। কেননা সে জানে যে এতে তার শিশুর প্রাণ সংশয় দেখা দিবে। অতএব, আল্লাহ্ তা'লা যেহেতু অদৃশ্য পরিজ্ঞাত এবং সর্বজ্ঞ, যিনি একজন মমতাময়ী মায়ের চেয়েও বেশি দয়ালু ও কৃপালু আর তিনিই মায়ের হৃদয়ে এই ভালবাসা এবং কোমলতার সঞ্চার করেছেন; তাই তাঁর কোনও প্রিয়ভাজন যদি নিজের দুর্বলতা, অজ্ঞতা এবং ভুলের কারণে এমন কোনও বিষয়ের জন্য দোয়া করে বসে যা তার পক্ষে ক্ষতিকর, সেই দোয়া তিনি কিভাবে অবিলম্বে গ্রহণ করতে পারেন? না, এমনটি তিনি করেন না, বরং সেই দোয়া তিনি প্রত্যাখ্যান করে দেন আর এর পরিবর্তে শ্রেয়তর কোনও বস্তু তাকে দান করেন আর প্রার্থনকারী তখন নিজেও উপলব্ধি করে যে এটি তার অমুক দোয়ার প্রভাব ও পরিণাম। নিজের ভুল সম্পর্কেও সে তখন অবগত হয়। বস্তুত, ‘মুত্তাকীদেরও অনেক দোয়া কবুল হয় না’- একথা বলা একেবারেই ভুল। না, তাদের প্রত্যেক দোয়াই কবুল হয়। তবে যদি কোনও মুত্তাকি নিজের দুর্বলতা এবং নিবুর্দ্ধিতার কারণে এমন দোয়া করে বসে যা তার জন্য শুভ পরিণামদায়ক না হয়, সেক্ষেত্রে আল্লাহ্ তা'লা তার দোয়ার পরিবর্তে তাকে কাঙ্খিত বস্তুর উৎকৃষ্ট বিকল্প স্বরূপ অন্য কিছু দান করেন।

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ৩৭৮)

পিঁপড়ের মধ্যে এক বিরাট ব্যবস্থাপনা রয়েছে। অনুরূপভাবে মৌমাছির জীবন প্রণালীও অসাধারণ। খোদা তা'লার মৌমাছির বিষয়টিকে এজন্য নির্বাচন করেছেন যাতে জানা যায় এক সর্বব্যপী সত্তা তাদের বুদ্ধি দিয়েছে এবং তাদেরকে এমন কে ব্যবস্থাপনা দান করেছে যা তাদের নিজদের মস্তিষ্ক প্রসুত নয়।

সৈয়্যদানা হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) সূরা নহল এর ৬৯ নং আয়াত

وَاَوْحٰى رَبُّكَ اِلَى النَّحْلِ اَنِ اتَّخِذِىْ مِنَ
الْجِبَالِ بُيُوْتًا وَّمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُوْنَ

এর ব্যাখ্যায় বলেন: জীবজন্তুদের মধ্যে পিপীলিকা এবং মৌমাছি নিয়ে ব্যপক গবেষণা হয়েছে। এদের নিয়ে গবেষণাগুলি থেকে প্রমাণ হয়েছে যে পিঁপড়ের মধ্যে এক বিরাট ব্যবস্থাপনা রয়েছে। তারা হাত দ্বারা কথা বলে। মানুষের মত নিজেদের মরদেহ সংরক্ষণ করে। খাদ্যের ভাণ্ডার তৈরী করে। শীত ওগ্রীষ্মের জন্য পৃথক পৃথক কক্ষের ব্যবস্থা করে, কক্ষের বাইরে বারান্দা তৈরী করে। এক প্রকার কীট থেকে চটচটে তরল নির্গত হয় যা পিঁপড়েদের জন্য দুধের কাজ দেয়। সেই কীটগুলিকে তারা একত্রিত করে নিজেদের ঘরে এনে রাখে আর তাদের জন্য খাদ্য সংস্থান করে। গবেষণা দেখা গেছে যে, যদি তাদের খাদ্যাভাব দেখা দেয়, সেক্ষেত্রে তারা আগে সেই কীটগুলিক খেতে দেয়, এরপর যেটুকু অবশিষ্ট থাকে তা থেকে নিজেরা খায়। তাদের মধ্যে ঝগড়া বিবাদও হয়ে থাকে আর মীমাংসাও হয়। মোটকথা তাদের ব্যবস্থাপনা সুবিশাল। আর এই সব কিছুর নেপথ্যে রয়েছে এক প্রকার প্রচ্ছন্ন ওহী।

অনুরূপভাবে মৌমাছির জীবন প্রণালীও অসাধারণ। কতিপয় বিশেষজ্ঞের মতে মানুষের ব্যবস্থাপনার চাইতে তাদের ব্যবস্থাপনা উন্নততর। কিছু কিছু বিষয়ে তাদের অনুভূতি ও চেতনা মানুষের চাইতে প্রখর। তাদের প্রত্যেক মৌচাকে

এরপর ৭ পাতায়...

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্ত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

لَنْ يَّنَالَ اللّٰهَ لُحُوْمُهَا وَلَا دِمَآؤُهَا وَلٰكِنْ يَّنَالُهُ التَّقْوٰى مِنْكُمْ

খোদার নিকট তোমাদের কুরবানীর রক্ত ও মাংস কিছুই পৌঁছয় না। কিন্তু তোমাদের তাকওয়া পৌঁছয়। আমাদের জামাতের উচিত যতদূর সম্ভব প্রত্যেক সদস্যের তাকওয়ার পথে পদচারণা করার চেষ্টা করা।

হযরত আমীরুল মোমেনীন খলীফাতুল মসীহ কর্তৃক প্রদত্ত, ২১ শে জুলাই, ২০২১ তারিখে প্রদত্ত ঈদুল আযহার খুতবা।

তাশাহুদ, তাউয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযুর আনোয়ার সূরা হজ্জের ৩৮ নম্বর আয়াত তিলাওয়াত করেন।

لَنْ يَّنَالَ اللّٰهَ لُحُوْمُهَا وَلَا دِمَآؤُهَا وَلٰكِنْ يَّنَالُهُ التَّقْوٰى مِنْكُمْ ؕ كَذٰلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللّٰهَ عَلٰى مَا هَدٰىكُمْ ؕ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِيْنَ

অনুবাদ: উহাদের মাংস ও উহাদের রক্ত কখনও আল্লাহ্‌র নিকট পৌঁছে না, বরং তাঁহার নিকট তোমাদের তরফ হইতে তাকওয়া পৌঁছে। এইভাবে তিনি উহাদিগকে তোমাদের সেবায় নিয়োজিত করিয়া দিয়াছেন যেন তোমরা আল্লাহ্‌র শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা কর, যেহেতু তিনি তোমাদিগকে হেদায়াত দান করিয়াছেন। এবং তুমি সৎকর্মশীলদিগকে সুসংবাদ দাও।

(সূরা হজ্জ, আয়াত: ৩৮)

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: আজ ঈদের কুরবানীর ঈদ, যাকে আমরা ঈদুল আযহাও বলে থাকি। এই ঈদে মুসলমানেরা অত্যন্ত উৎসাহ- উদ্দীপনা সহকারে কুরবানী করে থাকে। ছাগল, ভেড়া, গরু, উট ইত্যাদির কুরবানী করা হয়। মুসলিম বিশ্বে হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ পশু ঈদ উপলক্ষ্যে জবেহ করা হয়।

এই যে আয়াতটি আমি তিলাওয়াত করেছি, এতে আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, কেবল তোমাদের বড় বড় ও দামি দামি পশুর কুরবানী খোদা তা'লা গ্রহণ করেন না যদি তাকওয়া না থাকে। আল্লাহ তা'লা তোমাদের মাংস ও রক্তের মুখাপেক্ষী নন। তিনি এই সকল প্রয়োজন থেকে পবিত্র। তাই আমাদের এই সব বিষয় নিয়ে চিন্তিত হওয়ার প্রয়োজন নেই যে আমাদেরকে কুরবানী করতে বাধা দেওয়া হয়েছে বা মৌলবী ও সরকারি আধিকারিকরা আমাদের পশু তুলে নিয়ে গেছে। অনেক জায়গায় তো আবার জবাই করা পশুর মাংসও তুলে নিয়ে গেছে আর বলেছে তোমাদের জন্য এসব হারাম আর ওদের কাছে গিয়ে সেই সব মাংস হালাল হয়ে যায়। যাইহোক আমরা যদি তাকওয়ার পথে চলে এই কুরবানীর সংকল্প করে থাকি আর কুরবানী করেছি তবে আল্লাহ্ তা'লা বলেন- আমার নিকট তা গৃহীত হয়েছে আর যদি তা তাকওয়াশূন্য কুরবানী হয় তবে তা অকারণ একটি পশুকে জবেহ করার নামান্তর।

অতএব আমাদের কাজ হল আমাদের প্রত্যেকটি কাজকে তাকওয়া সম্মত করা। এটি আমাদের সৌভাগ্য যে আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে এই যুগের ইমাম হযরত মসীহ ও মওউদ (আ.) কে মান্য করার তৌফিক দান করেছেন যিনি কুরআন ও সুন্নতের আলোকে আমাদের তাকওয়ার তাৎপর্য বুঝিয়েছেন। আমরা কুরবানী করার সুযোগ পাচ্ছি না বলে উদ্বিগ্ন ও হতাশ হওয়ার প্রয়োজন নেই। যদি যুগ ইমাম নির্দেশিত পথ অনুসরণ করতে থাকি আর তাকওয়ার উপর প্রতিষ্ঠিত থাকি, তবে আমাদের সৎ উদ্দেশ্যে করা কুরবানীর সংকল্প আল্লাহ্ তা'লার নিকট গৃহীত হবে। ইনশাআল্লাহ॥

তাকওয়াশূন্য বাহ্যিক কর্ম কোনও মূল্য রাখে না। হুযুর আনোয়ার বলেন: এই মুহূর্তে আমি বলতে চাই যে, হযরত মসীহ মওউদ (আ.) তাঁর অনুসারীদের মাঝে যেরূপ তাকওয়া তৈরী করতে চেয়েছেন। আমরা যদি সেই তাকওয়া তৈরী করতে সক্ষম হই, তবে আমরা সৌভাগ্যবান। অন্যথায় আমাদের কুরবানী দেওয়া হলেও তা যদি তাকওয়াশূন্য হয় আর এই মানসিকতা সহকারে না দেওয়া হয় যে আমরা কেবল আল্লাহ তা'লার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য কুরবানী করছি, তবে সেই কুরবানী বৃথা। হযরত আকদস মসীহ মওউদ (আ.) বলেন:

খোদা তা'লা ইসলামের শরিয়তে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ আদেশের জন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। যেমন, মানুষকে আদেশ করা হয়েছে সে যেন নিজের সকল শক্তিবৃত্তিসহকারে এবং নিজের সমগ্র সত্তা নিয়ে খোদার পথে কুরবান হয়ে যায়। অতএব, বাহ্যিক কুরবানী এই অবস্থার জন্যই প্রতীক হিসেবে ধরা হয়েছে। কিন্তু প্রকৃত উদ্দেশ্য এই কুরবানীর এটিই যেমনটি আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন-

لَنْ يَّنَالَ اللّٰهَ لُحُوْمُهَا وَلَا دِمَآؤُهَا وَلٰكِنْ يَّنَالُهُ التَّقْوٰى مِنْكُمْ -

অর্থাৎ খোদার নিকট তোমাদের কুরবানীর রক্ত ও মাংস কিছুই পৌঁছয় না। কিন্তু তোমাদের তাকওয়া পৌঁছয়। অর্থাৎ তাঁকে এত ভয় কর যেন তাঁর পথে মৃত্যু বরণ করেছ। আর যেভাবে তোমরা নিজের হাতে কুরবানীর পশু জবেহ কর, অনুরূপভাবে তোমরাও খোদার পথে জবেহ হয়ে যাও। তাকওয়া যদি এর থেকে নিম্নমানের হয় তবে তা এখনও অসম্পূর্ণ রয়েছে।

এরপর হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন: বাহ্যিক নামায ও রোযার সঙ্গে যদি নিষ্ঠা ও সততা না থাকে তবে তার মধ্যে কোনও সৌন্দর্য নেই। সাধু-সন্ন্যাসীরাও নিজের মত করে অনেক বড় বড় ধর্মীয় আচার অনুশীলন করে। প্রায় দেখা যায় তাদের অনেকে নিজেদের হাত পর্যন্ত শুকিয়ে ফেলে। কিন্তু এই কষ্ট সহন তাদেরকে কোনও জ্যোতি দান করে না। তাদের আধ্যাত্মিকতায় কোনও উন্নতি হয় না বা আধ্যাত্মিক প্রশান্তি লাভ হয় না,বরং তাদের অভ্যন্তর খারাপ হয়ে থাকে। তারা দৈহিক অনুশীলন করে যার সঙ্গে আধ্যাত্মিকতার সম্পর্ক কম আর এতে তাদের আধ্যাত্মিকতার উপর কোনও প্রভাব পড়ে না। এই কারণেই আল্লাহ্ তা'লা কুরআন মজীদে বলেছেন-

لَنْ يَّنَالَ اللّٰهَ لُحُوْمُهَا وَلَا دِمَآؤُهَا وَلٰكِنْ يَّنَالُهُ التَّقْوٰى مِنْكُمْ - ।

অনুবাদ: উহাদের মাংস ও উহাদের রক্ত কখনও আল্লাহ্‌র নিকট পৌঁছে না, বরং তাঁহার নিকট তোমাদের তরফ হইতে তাকওয়া পৌঁছে।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন: আমাদের জামাতের জন্য বিশেষ করে তাকওয়ার প্রয়োজন। বিশেষ করে এই কারণেই যে তারা এমন এক ব্যক্তির সঙ্গে সম্পর্ক রাখে এবং তাঁর জামাতের বয়আতের অন্তর্ভুক্ত যার দাবি প্রত্যাদিষ্ট হওয়ার। যাতে সেই সব লোক যারা বিদ্বেষ, হিংসে এবং অবাধ্যতায় নিপতিত থাকুক বা জাগতিকতায় নিমজ্জিত থাকুক তারা যেন এই সকল বিপদাবলী থেকে রক্ষা পায়। যারা ইতিহাস সম্পর্কে অবহিত, তারা জানেন যে একাধিক বার কাফেরদের দ্বারা মুসলমানদের নরসংহার হয়েছে। যেমন চেঙ্গিজ খান এবং হালাকু খান মুসলমানদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছিল। অথচ আল্লাহ্ তা'লা মুসলমানদের সঙ্গে সাহায্য ও সমর্থনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। এর একমাত্র কারণ, আল্লাহ্ তা'লা যখন দেখেন যে, মৌখিকভাবে '***লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্***' উচ্চারণ করছে, কিন্তু তার অন্তর অন্যদিকে রয়েছে আর কর্মের দিক থেকে সে সম্পূর্ণরূপে জাগতিকতায় নিমজ্জিত, তখন তিনি স্বীয় রুদ্রমূর্তি প্রকাশ করেন। হুযুর আনোয়ার বলেন: অতএব, এটা অত্যন্ত ভয়ের কারণ। আমরা যখন হযরত মসীহ মওউদ (আ.)কে মান্য করার ঘোষণা করেছি এবং অঙ্গীকার করেছি যে, ধর্মকে জাগতিকতার উপর প্রাধান্য দিব, তখন সব সময় আমাদের আত্মপর্যালোচনা করতে থাকা দরকার। সব সময় আমাদের এদিকে লক্ষ্য রাখা দরকার যে, আমাদের হৃদয় কি আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশ অনুসারে চলার চেষ্টা করছে আর আমাদের কর্মধারা কি তা অনুসরণ করছে? মুত্তাকিদের বৈশিষ্ট্য কি তা স্পষ্ট করতে গিয়ে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন- সবসময় দেখতে হবে যে আমরা তাকওয়া ও পবিত্রতা অর্জনের ক্ষেত্রে কতটা উন্নতি করেছি। যে ব্যক্তি খোদা তা'লাকে ভয় করে আল্লাহ্ তা'লা প্রত্যেক বিপদের সময় তার জন্য পরিত্রাণের পথ বের করে দেন। এবং তার জন্য এমন জীবিকার উপকরণ সৃষ্টি করে দেন যা তার কল্পনাতেও থাকে না। অর্থাৎ এটিও মুত্তাকির জন্য একটি বৈশিষ্ট্য যে, আল্লাহ্ তা'লা মুত্তাকিকে নিরর্থক চাহিদাবলীর মুখাপেক্ষী করেন না। যেমন- একজন দোকানদার চিন্তা করে, মিথ্যা কথা ছাড়া তার চলবে না। কিন্তু একথা মোটেই সত্য নয়। খোদা তা'লা স্বয়ং মুত্তাকির রক্ষক হয়ে ওঠেন এবং তাকে এমন সব কাজ থেকে বিরত রাখেন যা তাকে সত্যের বিরুদ্ধে যেতে বাধ্য করে। স্মরণ রেখো, যদি কেউ আল্লাহ্ তা'লাকে ত্যাগ করে, তবে আল্লাহ্ তা'লাও তাকে ত্যাগ করে দেন। তোমরা তাঁকে ত্যাগ করলে আল্লাহ্ও তোমাদেরকে ত্যাগ করবেন। আর যদি রহমান খোদা যদি ত্যাগ করেন তবে নিশ্চয় শয়তান সম্পর্ক জুড়বে। হুযুর আনোয়ার বলেন: অতএব আল্লাহ্ তা'লা মুত্তাকিকে কখনও অসহায় ত্যাগ করেন না। আমরা যদি এই বিষয়টি অনুধাবন করতে সক্ষম হই তবে আমরাও নিজেদের ইহকাল

এরপর ১০পাতায়...

মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

"খোদা সেই ব্যক্তিকে ভালবাসেন, যে তাঁর কিতাব কুরআন শরীফকে নিজের কর্মবিধান হিসেবে আখ্যা দেয়।"

(চশমায়ে মারেফাত, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-২৩, পৃ: ৩৪০)

দোয়াপ্রার্থী: **Sk. Zakir Hossain Sb, District Amir, Bankura**

জুমআর খুতবা

আমি খোদার পক্ষ হতে এক প্রকার কুদরত হিসেবে আবির্ভূত হয়েছি আর আমি খোদার এক মূর্তিমান কুদরত। আমার পর আরও কতিপয় ব্যক্তি আসবেন যাঁরা দ্বিতীয় কুদরতের বিকাশ হবেন।

[হযরত মসীহ মওউদ (আ.)]

খিলাফত দিবস উপলক্ষ্যে খিলাফতের হাক্কা ইসলামিয়া আহমদীয়ার গুরত্ব ও তাৎপর্য এবং খিলাফতের সঙ্গো ঐশী সাহায্য ও সমর্থন সংক্রান্ত ঘটনাবলীর সংক্ষিপ্ত আলোচনা।

এটিও স্পষ্ট হওয়া উচিত যে, শেষ যুগে তোমাদের মাঝে নবুয়্যতের পদ্ধতিতে খিলাফত ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার কথা বলে মহানবী (সা.)-এর নীরব হয়ে যাওয়া একথার বহিঃপ্রকাশ যে, এই (খিলাফত) ব্যবস্থা তোমাদের মাঝে সুদীর্ঘকাল চলমান থাকবে।

আমাদের মাঝে তারাই সৌভাগ্যবান যারা আহমদীয়া খিলাফতের সাথে সর্বদা সম্পৃক্ত থাকবে আর নিজেদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকেও এর উপদেশ দিতে থাকবে। আর দুর্ভাগা হচ্ছে তারা, যারা আহমদীয়া খিলাফতকে কোন (একটি) যুগ পর্যন্ত সীমাবদ্ধ রাখতে চায় অথবা এমন চিন্তাভাবনা রাখে। চিরাচরিত রীতি অনুসারে এমন মানুষরা বিফলতা ও ব্যর্থতাই অবলোকন করবে।

হযরত মসীহ মওউদ যে এই ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন, আল্লাহ্ তা'লার যে সকল প্রতিশ্রুতির উল্লেখ রয়েছে সেগুলি সব পূর্ণ হবে আর তাঁর পর যে খিলাফতের ধারা অব্যাহত রয়েছে তার মাধ্যমে সেগুলি পূর্ণ হবে।

খিলাফতের সাথেও প্রত্যেক আহমদীর নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততাপূর্ণ সম্পর্ক থাকা উচিত। আর তারাই বয়আ'তের দায়িত্ব যথাযথভাবে সম্পাদনকারী হবে যারা উক্ত মান অর্জন করবে। আর এমনটি হলেই আমরা আজ খিলাফত দিবস উদযাপন করার দায়িত্ব যথাযথভাবে পালনকারী হব।

সৈয়্যদনা আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক লন্ডনের টিলফোর্ড স্থিত মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত ২৭শে মে, ২০২২, এর জুমুআর খুতবা (২৭ হিজরত, ১৪০১ হিজরী শামসী)

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ -

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ - الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ - إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ -

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ - صِرَاطَ الَّذِيْنَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ -

তাশাহ্হুদ, তা'উয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন,আজ ২৭শে মে, আজকের এই দিনটি আহমদীয়া জামা'তে খিলাফত দিবস হিসেবে সুপরিচিত। আমরা প্রতি বছর এদিন অথবা এর দু -এক-দিন পূর্বে কিংবা পরে খিলাফত দিবস উদ্‌যাপন করে থাকি। কিন্তু কেন করি- এই প্রশ্নের উত্তর সদা আমাদের দৃষ্টিপটে রাখা উচিত আর আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম এবং আমাদের সন্তানদেরও এ বিষয়ে অভিনিবেশ করার এবং চিন্তাভাবনা করার জন্য বলা উচিত। এ দিনের সূচনা হয়েছিল ১৯০৮ সালের ২৭শে মে, যখন আল্লাহ্ তা'লা স্বীয় প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী আমাদের প্রতি করুণাবশত আহমদীয়া জামা'তের মাঝে খিলাফত ব্যবস্থাপনা প্রবর্তন করেছিলেন। আল্লাহ্ তা'লা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে তাঁর জামা'তের উন্নতির প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যা এদিন (তথা ২৭শে মে) পূর্ণ করেছেন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) অনেক দিন থেকেই নিজ জামা'তকে এ বিষয়ে প্রস্তুত করছিলেন যে, কোন মানুষই মৃত্যুর উর্ধ্বে নয়। নবীরসূলরাও যখন নিজেদের দায়িত্ব সম্পন্ন করেন তখন আল্লাহ্ তা'লা তাদেরও তুলে নেন। তিনি (আ.) নিজ জামা'তকে বার বার এ মর্মে প্রস্তুত করছিলেন যে, তাঁর প্রত্যাবর্তনের(তথা মৃত্যুর) সময় সন্নিকট কিন্তু এর পাশাপাশি এই সুসংবাদও প্রদান করছিলেন যে, তাঁর (আ.) প্রতিষ্ঠিত জামা'ত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে ফুলে-ফলে সুশোভিত হবে এবং বিস্তার লাভ করবে আর তাঁকে প্রদত্ত আল্লাহ্ তা'লার প্রতিশ্রুতি অবশ্যই পূর্ণ হবে। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় (অবশ্যই) জামা'তের উন্নতি হবে এবং এই উন্নতিকে কেউ প্রতিহত করতে পারবে না।

মহানবী (সা.)ও এক উক্তিতে তাঁর যুগ থেকে আরম্ভ করে আখেরীনদের যুগ পর্যন্ত তথা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এবং পরবর্তীতে প্রবর্তির্ত খিলাফত ব্যবস্থাপার চিত্র অংকন করেছেন। যেমন, (এ বিষয়ে) মহানবী (সা.) নিজ সাহাবীদের বৈঠকে বলেন,"তোমাদের মাঝে নবুয়্যত ততদিন পর্যন্ত বর্তমান থাকবে যতদিন তা আল্লাহ্ তা'লা চাইবেন। (অর্থাৎ, মহানবী (সা.)-এর সত্তা সাহাবীদের মাঝে থাকবে)। এরপর তা উঠিয়ে নিবেন এবং নবুয়্যতের পদাঙ্ক অনুসরণে খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হবে। (অর্থাৎ, সেই খিলাফতে রাশেদা প্রতিষ্ঠিত হবে যারা পূর্ণরূপে নবুয়্যতের পদাঙ্ক অনুসরণ করবে।) এরপর আল্লাহ্ যখন ইচ্ছা করবেন সেই নিয়ামতকেও তুলে নিবেন। কিছুকাল যাবৎ আমি বদরী সাহাবীদের স্মৃতিচারণের ধারাবাহিকতায় খোলাফায়ে রাশেদীনেরও স্মৃতিচারণ করছি। বর্তমানে হযরত আবু বকর (রা.)'র স্মৃতিচারণ করা হচ্ছে। সকল খলীফার স্মৃতিচারণে এ বিষয়টি দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট যে, সবাই একেবারে নিঃস্বার্থভাবে মহানবী (সা.)-এর সুন্নতের ওপর আমল করে এবং পবিত্র কুরআনকে নিজেদের কর্ম-বিধান নির্ধারণ করে তাঁদের খিলাফতকাল অতিবাহিত করেছেন। মোটকথা, প্রতিটি পদক্ষেপে নবুয়্যতের পদাঙ্ক অনুসরণের চেষ্টা করেছেন। যাহোক, মহানবী (সা.) নিজের উক্তি অব্যাহত রেখে আরও বলেন, এরপর আল্লাহ্র তকদীর বা সিদ্ধান্ত অনুযায়ী উৎপীড়নের রাজত্ব কায়েম হবে। যে কারণে মানুষ হতাশ হবে এবং মর্মযাতনায় ভুগবে। এই যুগ শেষ হওয়ার পর তাঁর অপর তকদীর বা সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এর চেয়েও ভয়াবহ স্বৈরাচারী সাম্রাজ্য কায়েম হবে।

ইতিহাস এটিও দেখেছে বরং আজ পর্যন্ত ধর্ম থেকে বিচ্যুত মুসলমান শাসকরা নিজ প্রজাদের সাথে এসব আচরণই করছে, তা রাজনৈতিক সরকার হোক বা রাজতন্ত্র হোক এক দল হোক বা অপর দল, যার হাতেই শাসন ক্ষমতা আসে, তার ওপর জাগতিকতাই প্রাধান্য বিস্তার করে। যাহোক, মহানবী (সা.) বলেছেন, এ সবকিছু উম্মতের সাথে সংঘটিত হওয়ার পর মহান আল্লাহ্র করুণা উদ্বেলিত হবে এবং (তিনি) এই অত্যাচার ও নিপীড়নের যুগের অবসান ঘটাবেন।

পুনরায় নবুয়তের পদ্ধতিতে খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হবে। এ কথা বলে তিনি (সা.) নীরব হয়ে যান।

(মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বল, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ: ২৮৫)

মহানবী (সা.) অত্যাচার-নিপীড়নের যুগ সমাপ্ত করার যে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন তা তাদের জন্য ছিল যারা খাতামুল খোলাফা (তথা) প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও মাহদী (আ.)-এর (হাতে) বয়আ'ত করবেন এবং (যারা) তাঁর শিক্ষানুযায়ী এর ওপর আমল করবেন। আল্লাহ্ তা'লা সে ব্যবস্থা করে

দিয়েছেন, (কিন্তু) মানুষ যদি এই ব্যবস্থাপনার অধীনে না এসে নিজেদের একগুঁয়েমি বজায় রাখে তাহলে এর সেই ফলাফলই প্রকাশ পায় এবং পেয়েছেযা বর্তমানে মুসলমানরা অবলোকন করছে। আল্লাহ্ তা'লা এসব লোকদের বিবেক-বুদ্ধি দান করুন যাতে তারা মহানবী (সা.)-এর নিষ্ঠাবান দাসকে চিনতে সক্ষম হয়। এমনটি যেন না হয় যে, তারা অস্বীকার করে মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর জামা'তের ওপর অত্যাচার ও নীপিড়নের ক্ষেত্রে সীমালঙ্ঘন করবে। যাহোক, এটিও স্পষ্ট হওয়া উচিত যে, শেষ যুগে তোমাদের মাঝে নবুয়্যতের পদ্ধতিতে খিলাফত ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার কথা বলে মহানবী (সা.)-এর নীরব হয়ে যাওয়া একথার বহিঃপ্রকাশ যে, এই (খিলাফত) ব্যবস্থা তোমাদের মাঝে সুদীর্ঘকাল চলমান থাকবে।

কিছু লোক কিছু বিষয় না বুঝার কারণে একথা বলে যে, এই নীরবতার অর্থ হল, এই ব্যবস্থাপনাও অর্থাৎ, প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.)-এর পর যে খিলাফত ব্যবস্থা (প্রতিষ্ঠিত হয়েছে) তাও অচিরেই ধ্বংস হয়ে যাবে। এরা সবাই ভ্রান্তিতে নিপতিত। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) নিজে এ বিষয়টি স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, এই ব্যবস্থাপনা অব্যাহত থাকবে। আল্লাহ্ তা'লা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তা (অবশ্যই) পূর্ণ হবে। পৃথিবী ও আকাশ (নিজ জায়গা থেকে) বিচ্যুত হতে পারে কিন্তু ঐশী প্রতিশ্রুতিসমূহের পূর্ণতাকে কেউ বাধাগ্রস্থ করতে পারবে না। যাহোক, এই নিয়াম অর্থাৎ খিলাফত ব্যবস্থা এমন ব্যবস্থাপনা যা চলমান থাকা অবধারিত-এ বিষয়টি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে এ সম্পর্কে জামা'তকে সম্বোধন করে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, "অতএব, হে বন্ধু গণ! যেহেতু আদিকাল থেকে মহান আল্লাহর বিধান হচ্ছে, খোদা তা'লা স্বীয় শক্তিমত্তার দু'টি বিকাশ ঘটিয়ে থাকেন যাতে বিরুদ্ধবাদীদের দু'টি মিথ্যা উল্লাসকে পদদলিত করে দেখাতে পারেন। কাজেই, খোদা তা'লা তাঁর চিরন্তন রীতি পরিহার করবেন এখন এটা সম্ভব নয়। তাই আমি তোমাদের সামনে যে কথা প্রকাশ করেছি সেজন্য দুঃখভারাক্রান্ত হয়ো না (অর্থাৎ, তাঁর মৃত্যু সংবাদের কথা বলছে), আর তোমাদের চিত্ত যেন উৎকণ্ঠিত না হয়। কেননা, তোমাদের জন্য দ্বিতীয় কুদরত দেখাও আবশ্যক আর এর আগমন তোমাদের জন্য শ্রেয়। কেননা, সেটি চিরস্থায়ী; যার ধারাবাহিকতা কিয়ামত পর্যন্ত বিচ্ছিন্ন হবে না। আর আমি না যাওয়া পর্যন্ত সেই দ্বিতীয় কুদরত আসতে পারে না, কিন্তু যখন আমি চলে যাব তখন খোদা সেই দ্বিতীয় কুদরতকে তোমাদের জন্য প্রেরণ করবেন যা চিরকাল তোমাদের সাথে থাকবে। যেমনটি বারাহীনে আহমদীয়া (গ্রন্থে) খোদার প্রতিশ্রুতি রয়েছে।"

(আল ওসীয়্যত, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-২০, পৃ: ৩০৫)

অতএব, তাঁর এই বাক্যাবলী যে, এটি খোদা তা'লার প্রতিশ্রুতি, আর সেই দ্বিতীয় কুদরত অর্থাৎ, খিলাফত তোমাদের মাঝে কিয়ামত পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত থাকবে, আহমদীয়া খিলাফতের সুরক্ষাকারী এমন ব্যক্তিবর্গ সর্বদা সামনে আসতে থাকবেন। অতএব, আমাদের মাঝে তারাই সৌভাগ্যবান যারা আহমদীয়া খিলাফতের সাথে সর্বদা সম্পৃক্ত থাকবে আর নিজেদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকেও এর উপদেশ দিতে থাকবে। আর দুর্ভাগা হচ্ছে তারা, যারা আহমদীয়া খিলাফতকে কোন (একটি) যুগ পর্যন্ত সীমাবদ্ধ রাখতে চায় অথবা এমন চিন্তাভাবনা রাখে। চিরাচরিত রীতি অনুসারে এমন মানুষরা বিফলতা ও ব্যর্থতাই অবলোকন করবে।

যেমনটি জামা'তের ইতিহাস আমাদেরকে বলে, যারা বিরুদ্ধবাদী ছিল তারা প্রথম খলীফা বা দ্বিতীয় খলীফার নির্বাচনের সময় ব্যর্থতা দেখেছে।

যাহোক, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) খিলাফত চলমান থাকা সম্পর্কে আরও বলেন, সেই প্রতিশ্রুতি (অর্থাৎ, খিলাফত প্রতিষ্ঠিত থাকার প্রতিশ্রুতি) তোমাদের সাথে সম্পর্কযুক্ত, আমার নিজের সম্বন্ধে নয়। যেমনটি খোদা তা'লা বলেছেন, كَتَبَ اللّٰهُ لَاَغْلِبَنَّ اَنَا وَرُسُلِيْ [অর্থাৎ, 'তোমার অনুসারী এই জামাতকে আমি কিয়ামত পর্যন্ত অন্যদের ওপর প্রাধান্য দিব'] অতএব, তোমাদের জন্য আমার বিচ্ছেদ দিবস উপস্থিত হওয়া অবশ্যম্ভাবী, যেন এরপর সেই যুগ আসে যা চিরস্থায়ী প্রতিশ্রুতির যুগ। আমাদের সেই খোদা সত্য প্রতিশ্রুতিদাতা, বিশ্বস্ত এবং সত্যবাদী খোদা। তিনি যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, এর সবই তোমাদেরকে পূর্ণ করে দেখাবেন। যদিও এটি পৃথিবীর শেষ যুগ আর বহু বিপদাপদ আপতিত হবার যুগ, তথাপি খোদা যেসব বিষয় পূর্ণ হবার আগাম সংবাদ দিয়েছেন সেগুলো পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত এ জগত প্রতিষ্ঠিত থাকা অবধারিত (তাঁর সঙ্গে আল্লাহ্ তা'লার এখনও অনেক প্রতিশ্রুতি বাকী আছে, যা পূর্ণ হতে যাচ্ছে।) তিনি (আ.) বলেন, আমি খোদার পক্ষ হতে এক প্রকার কুদরত হিসেবে আবির্ভূত হয়েছি আর আমি খোদার এক মূর্তিমান কুদরত। আমার পর আরও কতিপয় ব্যক্তি আসবেন যাঁরা দ্বিতীয় কুদরতের বিকাশ হবেন।"

(আল ওসীয়্যত, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-২০, পৃ: ৩০৫-৩০৬)

অতএব, আল্লাহ্ তা'লা ইসলামের পুনর্জাগরণ এবং উন্নতি সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, যেসব বিষয় পূর্ণ হওয়ার কথা আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে বলেছেন তা ইনশাআল্লাহ্ তা'লা অবশ্যই পূর্ণ হবে আর সেসব প্রতিশ্রুতি অবশ্যই পূর্ণ হবে। ইসলামের বিজয়ের দিন জামা'ত প্রত্যক্ষ করবে, ইনশাআল্লাহ্। জামা'তের উন্নতির দিনও জামা'ত (সচক্ষে) দেখবে, ইনশাআল্লাহ্। যারা খিলাফতের সাথে সম্পৃক্ত থাকবে তারা আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহের উত্তরাধিকারী হতে থাকবে।

আহমদীয়া জামা'ত পৃথিবীতে বিস্তার লাভ করবে আর একথাই হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেছেন। অতএব, তিনি (আ.) তাঁর জামা'তের বিজয় সম্পর্কে বলেন, "এটি খোদা তা'লার সুন্নত (বা রীতি) আর যখন থেকে তিনি পৃথিবীতে মানুষ সৃষ্টি করেছেন, তখন থেকে সকল যুগে তিনি এ রীতি প্রকাশ করে আসছেন যে, তিনি তাঁর নবী ও রসূলদের সাহায্য করেন এবং তাদেরকে বিজয় দান করেন। যেমনটি তিনি বলেন, كَتَبَ اللّٰهُ لَاَغْلِبَنَّ اَنَا وَرُسُلِيْ {অর্থাৎ, খোদা তা'লা লিখে রেখেছেন যে, তিনি এবং তাঁর নবীগণ বিজয়ী হবেন (সূরা মুজাদিলা: ২২)।) 'গালাবা' শব্দের অর্থ হল, খোদার 'হুজ্জত' বা অটল বাণী পৃথিবীতে পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত হওয়া, কোন শক্তিই যেন এর মোকাবিলা করতে সক্ষম না হয়; যেমনটি কি-না রসূল ও নবীগণের আকাঙ্ক্ষা থাকে। একইভাবে খোদা তা'লা প্রবল নিদর্শনসমূহের মাধ্যমে তাঁদের (নবীদের) সত্যতা প্রকাশ করেন এবং তাঁরা পৃথিবীতে যে পুণ্য প্রসার করতে চান, (খোদা তা'লা) এর বীজ তাঁদের হাতেই বপন করান; কিন্তু তাঁদের হাতে এর পূর্ণতা দান করেন না বরং নিজ শক্তিমত্তার অপর এক বিকাশ ঘটিয়ে থাকেনএবং এমন সব উপকরণ সৃষ্টি করেন যার মাধ্যমে সেসব উদ্দেশ্য পূর্ণতা লাভ করে যার কিছুটা অসম্পূর্ণ রয়ে গিয়েছিল।"

(আল ওসীয়্যত, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-২০, পৃ: ৩০৪)

অতএব, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) যে এসব ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন, খোদার যেসব প্রতিশ্রুতির উল্লেখ করেছেন, সেগুলো সবই পূর্ণ তা লাভ করবে। আর এসবই তাঁর (তিরোধানের) পর চলমান খিলাফত ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সম্পন্ন হবে। আল্লাহ্ তা'লা জামা'তকে উন্নতি দান করবেন এবং দিচ্ছেন। তিনি স্বয়ং মানুষকে পথপ্রদর্শন করছেন। খিলাফতের সাথে তাদেরকে সম্পৃক্ত করেন এবং করছেন, অন্যথায় এটি মানুষের জন্য সাধ্যাতীত। যুগ-খলীফার সাথে জামা'তের সদস্যদের এমন দৃঢ় বন্ধনে আবদ্ধ করা যার দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া ভার; এটি মানুষের ক্ষমতার উর্ধ্বে। আল্লাহ্ তা'লা কেবল পুরনো আহমদীদেরকেই খিলাফতের সাথে সম্পৃক্ত করছেন তা নয় বরং যারা পরবর্তীতে (এ জামা'তে) যোগ দিচ্ছেন, আর একেবারেই নবাগত যাদের পুরোপুরি তরবীয়তও হয় নি, তাদের হৃদয়কেও খিলাফতের সাথে সম্পৃক্ত করছেন। এটি কেবলমাত্র আল্লাহ্ তা'লারই কাজ। বয়আ'তের পর মানুষ সেই একই নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর প্রতি প্রদর্শন করে এবং সেই একই নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর মিশনকে পূর্ণ করার জন্য তাঁর কারণে আহমদীয়া খিলাফতের প্রতি প্রদর্শন করে আর করছে।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)'র হাতে যেভাবে লোকেরা বয়আ'ত গ্রহণ করে তা আল্লাহ্ তা'লার বিশেষ সাহায্য ও সমর্থন না হয়ে থাকলে আর কী ছিল?

প্রত্যেক জামা'তেই যেমনটি থেকে থাকে, গুটিকতক মুনাফিক প্রকৃতির লোক ছাড়া খিলাফতের প্রতি নিবেদিত ও অনুরক্তদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে; আর যারা মুনা ফিক ছিল তাদেরকে তিনি (রা.) কঠোরহস্তে দমন করেন ও তাদেরকে তাদের জায়গায় রেখেছেন, (এমনকি) তাদেরমাথা তোলারও সাহস হয় নি। এরপর দ্বিতীয় খিলাফতের নির্বাচনের সময় এসব বিরোধীর হট্টোগোল সত্ত্বেও, যারা প্রথম খিলাফতের যুগে কপটতার আশ্রয় নিয়ে জামা'তের ভেতর রয়ে গিয়েছিল, তারা বিরোধিতা করে। কিন্তু তাদের প্ররোচনা, হট্টগোল এবং নৈরাজ্য ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা সত্ত্বেও জামা'ত 'হযরত মিয়াঁ সাহেব, হযরত মির্যা মাহমুদ আহমদ সাহেব' ধ্বনি উচ্চকিত করে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানীর হাতে বয়আ'ত গ্রহণ করে। আর এরপর জগৎ দেখেছে- কত দ্রুত জামা'ত উন্নতি করতে থেকেছে। পৃথিবীজুড়ে মিশন হাউজ প্রতিষ্ঠিত হয়, মসজিদ নির্মিত হয়, বই-পুস্ত ক প্রকাশিত হয়। সেই কাজ যা করার জন্য হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এসেছিলেন তা অগ্রসর হতে থাকে।

এরপর তৃতীয় খিলাফতের সময় তৎকালীন সরকারের ভয়ংকর হামলা সত্ত্বেও আল্লাহ্ তা'লা জামা'তকে ব্যাপক উন্নতি দান করেন। জামা'তের হাতে যে ভিক্ষার ঝুলি ধরিয়ে দিতে চেয়েছিল সে নিজেই করুণ অবস্থায় পৃথিবী থেকে বিদায় নেয়।

এরপর চতুর্থ খিলাফতের যুগে উন্নতির এক নতুন অধ্যায় সূচিত হয়; আল্লাহ্ তা'লার সাহায্য ও সমর্থনের নিত্যনতুন দৃশ্য আমরা দেখেছি। ইসলাম প্রচারের নতুন নতুন পথ উন্মুক্ত হয়। যুগ-খলীফার হাত কাটার যারা দুরভিসন্ধি রাখতো তাদের নিজেদেরই হাত কাটা পড়ে এবং আকাশে তাদের দেহ ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়। কিন্তু জামা'তের অগ্রযাত্রা শিথিল হয় নি। তবলীগের ক্ষেত্র বিস্তৃত হয়; এমটিএ'র সূচনা হয় যার মাধ্যমে প্রত্যেক বাড়িতে জামা'তের বাণী পৌঁছতে আরম্ভ করে। এটি (হল) হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাথে আল্লাহ্ তা'লার কৃত অঙ্গীকারের পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হওয়া, এবং যদি কেউ বুঝতে চায় তাহলে এটি-ই সেই বিষয়। যদি এটি আল্লাহ্ তা'লার কৃত অঙ্গীকারের পূর্ণতা না হয়ে থাকে তবে আর কী ছিল?

এরপর পঞ্চম খিলাফতের যুগেও আল্লাহ্ তা'লা স্বীয় সাহায্য ও সমর্থনের দৃশ্যাবলি প্রদর্শন করেছেন। এমটিএ'তেই ইসলামের বাণী প্র চার এবং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর মিশনকে পূর্ণ করার নতুন নতুন পথ উন্মোচিত হয়। একটির জায়গায় বিভিন্ন ভাষায় এমটিএ'র সাত-আটটি চ্যানেল চালু হয়। পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় বিভিন্ন অনুষ্ঠানের অনুবাদ হওয়া শুরু হয়। পৃথিবীর সকল প্রান্ত পর্যন্ত এমটিএ পৌঁছে গেছে যেখানে পূর্বে পৌঁছতো না আর স্থানীয় ভাষায় সেসব মানুষের কাছে, সেসব দেশ ও অঞ্চলের বাসিন্দাদের কাছে আহমদীয়াত তথা খাঁটি ইসলামের বাণী পৌঁছে যেতে থাকে যার ফলে লক্ষ লক্ষসৌভাগ্যমান মানুষ আহমদীয়াত গ্রহণের সৌভাগ্য লাভ করেন।

এরপর আল্লাহ্ তা'লা এমটিএ ও রেডিওতে সম্প্রচারিত অনুষ্ঠানাদি ছাড়াও স্বয়ং মানুষকে পথপ্রদর্শন করেন এবং মানুষজনকে স্বপ্নের মাধ্যমে ও বিভিন্ন বই-পুস্তকের মাধ্যমে আহমদীয়াতের বাণী গ্রহণ করার সৌভাগ্য দান করেন। আমরা যদি আহমদীয়াতের ইতিহাসে দৃষ্টিপাত করি তাহলে বুঝা যায় যে, কোন কোন মানুষকে আল্লাহ্ তা'লা স্বয়ং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর যুগেও আশ্চর্যজনকভাবে তাঁকে মান্য করার ব্যাপারে পথনির্দে শনা দান করতেন। এই ধারা হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়ালের যুগেও অব্যাহত থাকে এবং আল্লাহ্ তা'লা স্বয়ং পথপ্রদর্শন করতে থাকেন আর সৌভাগ্যবান ব্যক্তিরা জামা'তভুক্ত হতে থাকেন। এরপর দ্বিতীয় খিলাফতের যুগেও এমন বহু ঘটনা ঘটেছে। পু রনো (আহমদী) পরিবারে বিভিন্ন রেওয়ায়েতের স্মৃতিচারণ হয় যে, কীভাবে আল্লাহ্ তা'লা তাদের জ্যেষ্ঠদের সত্য গ্রহণ করার সৌভাগ্য দিয়েছেন। এরপর তৃতীয় খিলাফতের যুগেও এই ধারাবাহিকতা পরিলক্ষিত হয়, চতুর্থ খিলাফতের যুগেও পুণ্য-স্বভাবীরা আল্ল াহ্ তা'লার পক্ষ থেকে আহমদীয়াত গ্রহণের বিষয়ে পথনির্দেশনা লাভ করেছেন। এসবই ছিল হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে প্রদত্ত আল্লাহ্ তা'লার প্রতিশ্রুতির ফসল। এভাবে প্রত্যেক খিলাফতের যুগে জামাত বৃদ্ধি পেতে থাকে। পঞ্চম খিলাফতের যুগেও আল্লাহ্ তা'লার একই ব্যবহার (চলমান); আল্লাহ্ তা'লা তবলীগের নিত্যনতুন পথও উন্মোচন করেন এবং মানুষের হৃদয়কেও হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বাণী, যা ইসলামের সত্যিকার বাণী- তা শ্রবণ ও গ্রহণের প্রতি আকৃষ্ট করে যাচ্ছেন। এমন সব ঘটনা ঘটে যা সম্পূর্ণরূপে ঐশী সাহায্যের পরিচায়ক হয়ে থাকে নতুবা কখনো নিছক মানবীয় চেষ্টা-প্রচেষ্টায় মানুষ (এই বার্তা) এভাবে গ্রহণ করতো না। আল্লাহ্ তা'লা কীভাবে মানুষের হৃদয়কে ইসলাম ও আহমদীয়াতের পানে ঘুরিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করেছেন আর তাদের সামনে কীভাবে আহমদীয়া খিলাফতের সত্যতা সুস্পষ্ট হয়েছে এবং খিলাফতের জন্য মানুষের হৃদয়ে কীভাবে ভালোবাসা সৃষ্টি করেছেন আমি এ সংক্রান্ত কয়েকটি ঘটনা বর্ণনা করছি ।

আফ্রিকার দূর-দুরান্তের একটি দেশ হল, গিনি-বিসাও। আব্দুল্লাহ্ সাহেব নামে এক বন্ধু যিনি পূর্বে খ্রিস্টান ছিলেন; তিনি বর্ণনা করেন, কিছুদিন পূর্বে তিনি স্বপ্নে দেখেন, শুভ্র দাড়িবিশিষ্ট ও পাগড়ি পরিহিত এক ব্যক্তি জনতার উদ্দেশ্যে বক্তৃতা দিচ্ছেন এবং পিনপতন নীরবতার সাথে মানুষ এই বক্তৃতা শুনছে। সেই ব্যক্তির বক্তব্য প্রদানের ধরণ নিতান্তই সাধারণ এবং আমাদের লোকদের চেয়ে ভিন্ন ছিল। তার ঘুম ভাঙলে, তিনি কিছুই বুঝে উঠতে পারেন নি; এরপর তিনি তা ভুলে যান। কয়েক দিন পর তিনি পুনরায় অনুরূপ স্বপ্ন দেখেন এবং এর ফলে তার মাথায় সেই চেহারাটি গেঁথে যায়। অতঃ পর তৃতীয় বার তিনি স্বপ্ন দেখেন। (স্বপ্নে দেখা) সেই ব্যক্তি কে তা তিনি জানার চেষ্টা করতে থাকেন কিন্তু জানতে ব্যর্থ হন। ঘটনাচক্রে একদিন তিনি গ্রামের নিকটস্থ ফারিন শহরে অবস্থিত আমাদের মসজিদে যান, সেদিন ছিল শুক্রবার। জামাতের সদস্যরা এমটিএ'তে আমার জুমুআর খুতবা শুনছিল। তিনি বলেন, আমাকে দেখে তিনি সঙ্গে সঙ্গে মুয়াল্লিম সাহেবকে জিজ্ঞেস করেন, খুতবা প্রদানকারী এই ব্যক্তি কে? তিনি বলেন, ইনি আমাদের খলীফা। যাহোক, তিনি নীরবে বসে বসে খুতবা শুনতে থাকেন এবং খুতবার পর সকল সদস্যের সাথে নামায পড়েন। নামায শেষে তিনি ত্বরিৎ দাঁড়িয়ে বলেন, আমি আজ ইসলাম গ্রহণ করছি এবং বলেন, খোদা তা'লা আমাকে স্বপ্নে তিনবার এই ব্যক্তিকে দেখিয়েছেন, আমার হৃদয়ে যার গভীর প্রভাব ছিল। দীর্ঘদিন যাবৎ আমি তাঁর সন্ধানে ছিলাম কিন্তু ঘটনাচক্রে আজ আপনাদের মসজিদে এসে আপনাদের খলীফাকে দেখতে পাই। একেবারে সেই চেহারা যা আমি স্বপ্নে দেখেছিলাম এবং স্বপ্নে আমি যে দৃশ্য দেখেছিলাম হুবহু একই দৃশ্য- অর্থাৎ, মানুষ নীরবে বসে বক্তৃতা শুনছিল স্বপ্নে। কাজেই, আমি ইসলাম আহমদীয়াতে প্রবেশ করছি।

একটি প্রত্যন্ত অঞ্চলের এক ব্যক্তিকে এভাবে পথপ্রদর্শন (করেন) যে, প্রথমে (তিনি) স্ব প্নে দেখেন, এরপর আল্লাহ্ তা'লা হুবহু স্বপ্নে দেখা সেই দৃশ্য বাস্তবে দেখারও ব্যবস্থা করে দেন।

কেউ কেউ বলে, আমাদের সাথে এমন ঘটনা কেন ঘটে না? মূলতঃ এটি তো আল্লাহ্ তা'লার কৃপা; আল্লাহ্ তা'লা যাকে চান পথ দেখান কিন্তু এর জন্য পুণ্যস্বভাবের অধিকারী হওয়া আবশ্যক আর আল্লাহ্ তা'লার প্র তি বিনত হওয়াও আবশ্যক। অবশ্যই সেই ব্যক্তির কোন পুণ্য ছিল যে কারণে আল্লাহ্ তা'লা তাকে এভাবে পথপ্রদর্শন করেছেন।

এরপর গাম্বিয়ার আমীর সাহেব লিখেন, সেখানে সিস্টার ফাটু সাহেবা নামে প্রায় ষাট বছর বয়সী এক ভদ্রমহিলা আছেন। তিনি বলেন; আমাদের অঞ্চলে একটি ইসলামী দলের সদস্যরা আসে এবং (আহমদীয়া) জামাতের বিরুদ্ধে বিষোদগার করতে আরম্ভ করে যে, আহমদীরা কাফির; তারা কখনো জান্নাতে প্রবেশ করতে পারে না। তাদের সাথে কোন প্রকার লেনদেন করা উচিত নয়। গ্রামের অধিকাংশ মানুষ তাদের কথা বিশ্বাস করে কিন্তু এই ভদ্রমহিলা বলেন, আমি দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে যাই । আর তিনি আল্লাহ্ তা'লার কাছে পথনির্দে শনা লাভের জন্য দোয়া করতে আরম্ভ করেন।কিছু দিন পর তিনি স্বপ্নে দেখেন, যারা এই গ্রাম পরিদর্শনে এসেছিল সেই ইসলামী দলের লোকদের চোখগুলো যদিও তারার মত উজ্জ্ ল আর তাদের হাতে পবিত্র কুরআনও রয়েছে কিন্তু তারা অভিযোগ করছে যে, তারা পবিত্র কুরআনের লেখা বা অক্ষরগুলো দেখতে পারছে না। তখন তারা চিৎকার করতে থাকে যে, আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে অন্ধ বানিয়ে দিয়েছেন আর এভাবে তারা আয়-উপার্জ নও করতে পারছে না এবং লাঞ্ছিতঅপদস্ত ও ধ্বংস হয়ে গেছে। তিনি বলেন, আমি স্বপ্নে এটিও দেখি, এই দলের সদস্যরা আহমদীয়া জামা'তের খলীফার সাথে করমর্দন করতে চায় কিন্তু এতে তারা সফল হতে পারেনি। তারা এই স্বীকারোক্তি দিচ্ছে যে, নিঃসন্দেহে আহমদীয়াত সত্য কিন্তু আমরা যদি গ্রহণ করি তাহলে আমাদের মুরীদরা আমাদের কাছ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিবে। যাহোক, সকালে এই ভদ্রমহিলা তার পরিবারের লোকদেরকে এ স্বপ্ন শোনান। মানুষ বলে থাকে, আফ্রিকানদের মাঝে বোধবুদ্ধি কম; কিন্তু তিনি তার (স্বপ্নের) এ ব্যাখ্যা করেন যে, উজ্জ্বল চোখ থাকার পরও পবিত্র কুরআনের শব্দগুলো পড়তে পারছে না, এর অর্থ হল; তারা সত্য থেকে পুরোপুরি ভ্রষ্ট হয়ে গেছে। অতএব, কোন কোন মানুষের আহমদীয়াত গ্রহণের এমন বিস্ময়কর ঘটনাবলীও রয়েছে যা থেকে প্র তিভাত হয়, আল্লাহ্ তা'লার বিশেষ সাহায্য ও সমর্থনই মানুষকে এমন সব দৃশ্য দেখাচ্ছে।

দক্ষিণ আমেরিকার একটি দেশ হল, গুয়েতেমালা। আমাদের মসজিদ থেকে ২৫০ কিলোমিটার দূরে মেক্সিকো সীমান্তে একটি জায়গা হল, সান মারকোসে। সেখানকার এক মহিলা ইউরোনিকা সাহেবা বলেন, ১০বছর পূর্বে আমি স্বপ্নে দেখেছিলাম। স্বপ্নে এক ব্যক্তি এসে বলেন, সত্যের পথ (হল) ইসলাম।

(এরপর) পবিত্র কুরআন পড়তে বলেন; কিন্তু তিনি বলেন, আমি তো কুরআন পড়তে পারি না। কিন্তু সেই ব্যক্তি বলেন, তুমি পড়তে পার। সকালে ঘুম থেকে উঠে তিনি তার স্বামী ও পিতার কাছে এই স্বপ্নে র উল্লেখ করেন। তখন তারা বলে, ইসলাম কোন সত্যের পথ নয় বরং এটি তো সন্ত্রাসের ধর্ম; তারা সবাই খ্রিস্টান ছিল। কিন্তু তিনি বলেন, আমি আশ্বস্ত হতে পারি নি। আমি ইসলাম সম্পর্কেইন্টারনেটে গবেষণা করতে আরম্ভ করি আর নিজেই ইন্টারনেট থেকে ইসলাম সম্পর্কে শিখছিলাম। একদিন বাজার দিয়ে যাচ্ছিলেন এসময় একজন বোরকাধারী মহিলাকে দেখতে পান। যাহোক, তার পর্দা দেখে ঔৎসুক্য জাগে। তিনি বলেন, তার সাথে গিয়ে সাক্ষাৎ করি এবং তাকে জিজ্ঞেস করি, এটি আপনার কেমন পোষাক? তিনি বলেন, আমি মুসলমান তাই আমি পর্দা করেছি। এভাবেই তার সাথে একটি সম্পর্ক গড়ে উঠে আর তিনি (তাকে) ইসলাম সম্পর্কে বিস্তারিত অবহিত করেন। সেই (বোরকা পরিহিতা) মহিলা আহমদী ছিলেন। তিনি বলেন, আমি তার কথা ও ইসলামী শিক্ষার কথা জানার পরবয়আ'ত করি, কিন্তু বাড়ির লোকেরা সম্মতি দিচ্ছিল না আর কোন না

কোন আপত্তি উত্থাপন করতো। তিনি বলেন, সেগুলোর উত্তর আমি দিতে পারতাম না। ফলে তিনি সেই মহিলাকে বলেন, আত্মীয়স্বজনকে আমি একত্র করব আপনি আমাদের বাড়িতে এসে তাদের আপত্তির উত্তর দিন। অতএব, আমাদের অনেকগুলো তবলীগি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। কেবল বয়আ'তই করেন নি বরং তবলীগ করতেও আরম্ভ করেন এবং বার্তা প্রচার করতে থাকেন। বন্ধুবান্ধবকে একত্র করেন আর তাদের জন্য আপ্যায়নেরও ব্যবস্থা করেন। তার এক পুত্র বিশ্ববিদ্যালয়ে আইনশাস্ত্রে র শেষ বর্ষে র শিক্ষার্থী- সেও বয়আ'ত করে। তার এত উৎসাহ ও উদ্দীপনা যে, তিনি নিজে নিজেই ইন্টারনেট এর সহায়তায় পবিত্র কুরআন পড়া শিখেছেন। অনেকগুলো সুরা মুখস্ত করেছেন আর আরবী তো লিখতে পারতেন না তাই তিনি অডিও শুনে শুনে নিজের রোমান ভাষায় পুরো কুরআন শরীফ লিখেছেন। আমীর সাহেব বলেন, আমি পরিদর্শনে গিয়ে তার নোটবুক দেখেছি। পুরো কুরআন শরীফ তিনিস্বহস্তে লিখেছেন আর এখন আরবী শিখছেন এবং আরবীতেও লিখছেন। সদাত্মাদের আল্লাহ্ তা'লা এভাবে শুধু জামা'তভুক্তই করছেন না বরং হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর তিরোধানের পর তঁ াকে প্র দত্ত প্রতিশ্রুতিও তিনি পূর্ণ করছেন।

আরেকটি দূরবর্তী অঞ্চলের দেশ হল, ইন্দোনেশিয়া। সেখানে একজন যুবককে তবলীগ করা হলে সে তৎক্ষণাৎ বয়আ'ত করে নেয়। সেই জামা'তের প্রেসিডেন্ট নূর সাহেব বলেন, ফিরে যাওয়ার পূর্বে আমি তাকে কিছু বইপুস্তক প্রদান করি এবং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর ছবি সম্বলিত লিফলেটও দিই। সেই যুবক বাড়ি পৌঁছার পর তার পিতা একটি লিফলেট বা প্রচারপত্র দেখে জিজ্ঞেস করেন, এটি কার ছবি? যুবক উত্তরে বলে, এটি ইমাম মাহদীর ছবি। গত রাতে আমি স্ব প্ন দেখেছিলাম যে, ইমাম মাহদী আগমন করেছেন। আহমদীয়া জামা'তের সাথে পূর্ব থেকেই কিছুটা পরিচিতি ছিল, তাই আমি দ্রুত বয়আ'ত করে নিয়েছি। একথা শুনে তার পিতা বলেন, তাহলে আমিও বয়আ'ত করতে চাই। এভাবে আল্লাহ্ তা'লা মানুষকে (জামা'তের) অন্তর্ভুক্ত করছেন।

বুরকিনা ফাসোর মুয়াল্লিম আযিলা করীম সাহেব বলেন, হামীদ সাহেব আমাদের অঞ্চলের একজন বাসিন্দা তিনি নিয়মিত রেডিও শুনতেন আর জামা'তের প্রতি সহানুভূতিও প্রদর্শন করতেন, কখনো কখনো এসে চাঁদাও দিতেন বলতে হবে নিয়মিতই দিতেন। চাঁদায়ে আম নয় বরং তাহরীকে জাদীদ কিংবা ওয়াকফে জাদীদ খাতে দিয়ে থাকবেন হয়ত। অথবা অন্য কোন খাতে কিংবা সদকা দিয়ে থাকবেন। মোটকথা চাঁদা দিতেন, আর্থিক কুরবানী করতেন কিন্তু বয়আ'ত করতে বললে কোন না কোনভাবে পাশ কাটিয়ে যেতেন। (হুযূ র বলেন,) আমি যখন ঘানায় ছিলাম তখন দেখেছি, সেখানকার অনেক অ-আহমদী কৃষক এসে তাদের যাকাত দিয়ে যেত। (তারা বলত) আমাদের মৌলভীদের দিলে তো তারা নিজেরাই খেয়ে ফেলবে, কিন্তু আহমদীয়া জামা'তকে দিলে তারা এর সঠিক ব্যবহার করবে। যাহোক, এভাবে মানুষ সেখানে (চাঁদা) দিয়ে থাকে। একদিন তিনি স্বপ্নে দেখেন যে, ইজতেমা হচ্ছে আর তাতে দেখেন যে কিছু লোক চারদেয়ালের ভেতরে আছে এবং কিছু লোক বাহিরে অবস্থান করছে। তিনি বলেন, আমি দেখতে পাই সেই বেষ্টনীর ভেতর যারা রয়েছে তারা সবাই আহমদী। এটি দেখে আমি বলি, আমিও তাদের সাথে আছি, আমাকেও ভেতরে প্রবেশ করতে দেয়া হোক। তখন আওয়াজ আসে, এইচারদেয়ালের ভেতর কেবল তারাই প্রবেশ করতে পারে যারা বয়আ'ত করেছে, কিন্তু আপনি যেহেতু বয়আ'ত করেন নি তাই আপনি এতে প্রবেশ করতে পারবেন না। অতএব, এই স্বপ্ন দেখার পরবর্তী দিনই তিনি এসে বয়আ'ত করে নেন। মানবীয় চেষ্টাপ্রচেষ্টা তো তাকে জামা'তভুক্ত করতে পারে নি, কিন্তু তিনি যেহেতু সৎপ্রকৃতির মানুষ ছিলেন, তাই আল্লাহ্ তা'লা তাকে বিনষ্ট করেন নি। আল্লাহ্ তা'লা তাকে ধ্বংস করতে চান নি। তাই তাকে এভাবে পথ প্রদর্শন করেছেন। এটি হল সেসব লোকের আপত্তির উত্তর যারা বলে, আমরা তো স্বপ্ন দেখি না।

প্রথমে পবিত্র প্রকৃতির অধিকারী হোন, (সকল প্রকার বিদ্বেষ থেকে) মস্তিষ্ককে মুক্ত করুন এবং দোয়া করুন তাহলেই দেখবেন, আল্লাহ্ তা'লা পথ প্রদর্শন করবেন।

মালী'র এক বন্ধু মুহাম্মদ কোনে সাহেব, তিনি জামা'তের রেডিও শোনেন এবং জামা'তের বিরুদ্ধে মানুষ যে সমস্ত কথা বলে তা-ও শোনেন। এরপর তিনি দোয়া করতে আরম্ভ করেন যেন আল্লাহ্ তা'লা তাকে সঠিক পথ দেখান। তিনি বলেন, এরপর আমি স্বপ্নে এক বুযুর্গ ব্যক্তিকে দেখতে পাই যিনি বলছিলেন, সকল বান্দাই আহমদীয়াতের ছায়াতলে আসবে, তা এখন আসুক বা পরে। এটি হল আল্লাহ্ নির্ধারিত নিয়তি বা অদৃষ্টএবং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাথে আল্লাহ্ তা'লার প্রতিশ্রুতি। আর যেমনটিহযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেছেন, আহমদীয়া খিলাফতের বহমান নিয়ামতের মাধ্যমে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর মিশন পূর্ণ হবে। যাহোক, এরফলে তিনি বয়আ'ত করে নেন।

এরপর গিনি-বিসাও এর মুবাল্লিগ লিখেন, আমাদের নবদীক্ষিত আহমদী উসমান সাহেব জানতে পারেন, তার আত্মীয়স্বজনরা ব্যাপক হারে আহমদীয়াত গ্রহণ করছে। তখন তিনি কিছু মৌলভীকে একত্র করে জামা'তের বিরোধিতা করার উদ্দেশ্যে সেই এলাকায় নিয়ে আসেন। আমাদের মুয়াল্লিম সাহেব তাকে বলেন, আপনি বিরোধিতা করতে পারেন, আপনাকে বাধা দেয়া হচ্ছে না, কিন্তু আমাদের কথা একবার শুনে নিন, কথাটা অন্তত শুনে নিন, এরপর যে বিরোধিতা করতে চান করুন , দলিল প্রমাণের ভিত্তিতে করুন। মৌলভীসাহেবরা জামাতের বাণী শোনার জন্য আসতে অস্বীকৃতি জানায়, কিন্তু উসমান সাহেব উক্ত দাওয়াত গ্রহণ করেন এবং জামা'তের বাণী শোনার জন্য চলে আসেন। তাকে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর আগমনের বিষয়ে বলা হয়। তিনি যেদিন এসেছিলেন সেদিন জুমুআর দিন ছিল আর সেখানে এমটিএ'তে আমার খুতবা চলছিল। তিনি বলেন, আমি তাকে বলি;আপনার হাতে যদি সময় থাকে তাহলে কিছুক্ষণ খুতবা শুনে নিন। তিনি বলেন, কিছু টাসময় আছে, ঠিক আছে আমি কিছুক্ষণ খুতবা শুনে নিচ্ছি। কিন্তু তিনি যখন খুতবা শুনতেআরম্ভ করেন তখন তিনি কতটুকু সময় লেগেছে তা ভুলে যান আর সম্পূর্ণ খুতবা শোনেন। পরবর্তীতে তিনি বলেন, আহমদীয়া জামা'ত কাফির হতে পারে না যেমনটি আমি শুনেছিলাম, কেননা আপনাদের খলীফা তো মহানবী (সা.)-এর সাহাবীদের জীবনী বর্ণনা করছেন আর কোন কাফির জামা'ত একাজ করতে পারে না। এরপর তিনি জামাতের বিরোধিতা পরিত্যাগ করেন এবং কিছুদিন পর তিনি স্বপরিবারে জামাতভুক্ত হয়ে যান। কেবল জামাতভুক্তই হন নি বরং এখন তবলীগও করছেন আর নিজের চাঁদাও নিয়মিত প্রদান করেন। অতএব, এটিও খুতবার প্রভাব যা যুগ-খলীফার খুতবায় আল্লাহ্ তা'লা নিহিত রেখেছেন।

কঙ্গো কিনশাসার স্থানীয় মিশনারী বলেন, একটি এলাকায় তবলীগি কার্যক্রম আরম্ভ করি। তখন অ-আহমদীরা সংঘবদ্ধভাবে বিরোধিতা শুরু করে দেয়। তিনমাস পর সেই বিরোধিতাকারীদের মধ্য থেকেই একজন বন্ধু উসমান সাহেব আমাদের মিশন হাউজে যোগাযোগ করে বলেন, আমি আমার পুরো পরিবারসহ জামা'তভুক্ত হতে চাই। তার কাছে যখন এর কারণ জিজ্ঞেস করা হয়, তিনি বলেন, একদিন আমার স্ত্রী স্যাটেলাইট চ্যানেল দেখছিল তখন আপনাদের চ্যানেল এমটিএ চলে আসে আর সে যেহেতু জানতো যে, আমি আহমদীয়াতের বিরোধিতায় অগ্রগামী ছিলাম তাই সে আমাকেও ডেকে নেয়। আমি যখন জামা'তের বিষয়ে কিছু মন্দ কথা বলতে যাই তখন আমার স্ত্রী বলে, প্রথমে পুরো অনুষ্ঠানশোন এরপর বল। তখনও এমটিএ'তে আমার খুতবা সম্প্রচারিত হচ্ছিল। তিনি বলেন, খুতবা শোনার পর আমি নিশ্চিত হয়ে যাই যে, আজ যে আওয়াজ আমার কানে প্রবেশকরেছে এটাই ইসলামের প্রকৃত চিত্র এবং খলীফার কথা শোনার পর জামাতের সত্যতার বিষয়ে আমার আর কোন সন্দেহ নেই।

(হুযূর বলেছেন), এখন এটি আমার নিজের কোন কৃতিত্ব নয়; বরং আল্লাহ্ তা'লা খিলাফতের মাধ্যমে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর মিশনকে পূর্ণতা দেয়ার যে প্রতিশ্রু তি দিয়েছেন, (সে ধারাবাহিকতায়) এগুলো হল আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহ এবং তার বহিঃপ্রকাশ।

গিনি-বিসাও এর মুবাল্লিগ ইনচার্জ বলেন, একটি গ্রামে তবলীগ করার ফলে অধিকাংশ সদস্য আহমদীয়াত গ্রহণ করে নেয়, কিন্তু চারটি পরিবার আহমদীয়াত গ্রহণে অস্বীকৃতি জানায়। আমাদের টিম যখন এমটিএ সংস্থাপন করতে সেখানে যায় তখন মুয়াল্লিম সাহেব সেই অস্বীকারকারী পরিবারগুলোকেও মসজিদে আমন্ত্রণ জানিয়ে বলেন, এটি আমাদের মুসলিম চ্যানেল। এটি দেখুন, এতে আপনারা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এবং যুগ-খলীফা উভয়ের ছবিও দেখতে পাবেন। যাহোক, তিনি বলেন, যখন এমটিএ লাগানোর কাজ সম্পন্ন হয় আর নামায পড়ার পর পুনরায় যখন টিভি চালু করা হয় তখন এমটিএ'তে আমার খুতবা চলছিল। যারা অ-আহমদী ছিল তারা গভীর মনোযোগ দিয়ে খুতবা শোনে এবং আমাকে দেখতে থাকে। যেহেতু ইংরেজি ভাষায় অনুবাদ হচ্ছিল তাই মুয়াল্লিম সাহেব বলেন, আপনাদের জন্য আমি অনুবাদ করে দিচ্ছি। তখন তিনি বলেন, আমি বুঝতে না পারলেও খোদার কসম করে বলতে পারি এই ব্যক্তি, যিনি কথা বলছেন;তিনি কখনো মিথ্যা বলতে পারেন না। তিনি যদি আহমদীয়া জামা'তের খলীফা হয়ে থাকেন তাহলে এ জামা'তও কখনো মিথ্যা হতে পারে না। আর তৎক্ষণাৎ তিনি আহমদীয়াত গ্রহণের ঘোষণা প্রদান করেন।

মালি থেকে সেখানকার মুয়াল্লিম সাহেব লিখেন, এক ব্যক্তি আমাদের মিশনে এসে বলেন, আমি নিয়মিত আপনাদের রেডিও শুনে থাকি আর

এখন বয়আ'ত করতে চাই। তিনি বয়আ'ত ফরম পুরণ করেন। তিনি যেহেতু শিক্ষিত মানুষ ছিলেন তাই বলেন ফ্রেঞ্চ ভাষায় যদি কোন বইপুস্ত ক থাকে তাহলে আমাকে প্রদান করুন যেন আমি তা থেকে উপকৃত হতে পারি আর আমার বন্ধুদের মাঝেও বিতরণ করতে পারি। মুয়াল্লিম সাহেব বিশ্বশান্তি সম্পর্কে আমার বিভিন্ন বক্তৃতা সম্বলিত পুস্তক 'ওয়ার্ল্ড ক্রাইসিস এন্ড পাথওয়ে টু পিস' বইটির ফ্রেঞ্চ অনুবাদ তাকে প্রদান করেন। তিনি সেখানেই পুস্তকটি খুলেন। (আমার) ছবি দেখেই তিনি অশ্রু সিক্ত হয়ে পড়েন। তিনি বলেন, পূর্বে আমি দাউন -এ থাকতাম আর খোদার কাছে সর্বদা সঠিক পথের সন্ধান চাইতাম। সেসময় আমি অসংখ্যবার স্বপ্নে খলীফাতুল মসীহ্-কে দেখেছি। তখন আমি জানতাম না যে, এই ব্যক্তি কে? আজ আমি বুঝতে পেরেছি, আমার দোয়া গৃহীত হয়েছে আর আল্লাহ্ তা'লা আমাকে সঠিক পথের দিশা দিয়েছেন।

একজন আরব বোন হলেন নাসমা সাহেবা। তিনি বলেন, বয়আ'তের দু 'বছর পূর্বে যখন আমি প্রথমবার হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর ছবি দেখি। এর পূর্বে তিনি উল্লেখ করেন, আপনি (অর্থাৎ হুযূর) একটি শিশুর কথা উল্লেখ করেছিলেন যে-কিনা আঁকাবাকা লাইন টেনে রেখেছিল এবং লিখেছিল যে, হুযূর! আমি আপনাকে ভালোবাসি। তিনি বলেন, শিশুরা মিথ্যা বলে না এবং আমার হৃদয়ে এর গভীর প্রভাব পড়েছিল। তিনিও পরবর্তীতে বয়আ'ত করেন। যাহোক, তিনি বলেন, আমি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর ছবি দেখে তাঁকে সম্বোধন করে বলি, আপনার অবয়ব তো বলছে যে, আপনি পুণ্যবান মানুষ এবং মিথ্যা বলেন না, কিন্তু তা সত্ত্বেও আমি আপনার এই কথার সত্যায়ন করতে পারছি না যে, আপনি খোদা তা'লা কর্তৃক প্রেরিত। তিনি বলেন, এরপর দু 'বছর পর্য ন্ত আমি এ বিষয়ে পড়াশোনা করি এবং ২০১৬ সালের প্রথমদিকে বয়আ'ত নেই, কিন্তু তারপরও খিলাফতের ব্যাপারে আমার সংশয় ছিল। আমার ভেতরকার শয়তান বলত, খিলাফতের দাবিকারক-কে আমি কেন আমার জীবনের নিয়ন্ত্রণ দিয়ে দেব? কেনইবা আমি এমন ব্যক্তিকে চিঠি লিখব এবং নিজের অবস্থা তার কাছে বর্ণনা করব আর খিলাফতের উপকারিতা-ইবা কী। তিনি বলেন, কিন্তু হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)-এর বই 'খিলাফতে রাশেদা' এবং 'নিযামে খিলাফত ও এর আনুগত্য' বিষয়ক বইগুলি অধ্যয়নে আমার উক্ত সন্দেহ দূর হয়ে যায়। আর সমস্ত বিষয়াদি আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে যায়। এরপর আমি হুযূরের কাছে চিঠি লিখি এবং আপনার যে উত্তর আসে তাতে সেই সংশয় সম্পূর্ণরূপে নিরসন হয় এবং দৃঢ়বিশ্বাস জন্মে যে, খিলাফতও হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) -এর পদাঙ্ক অনুসরণকারী ব্যবস্থাপনা। তিনি আরও লিখেন, খোদা তা'লা স্বয়ং যে ভালোবাসা মানুষের হৃদয়ে সঞ্চালিতকরেন তা অত্যন্ত গভীরভাবে সঞ্চালিত করেন আর আমরা এর কারণ বুঝতে পারি না। অতঃপর বলেন, এ কারণেই অধিকাংশ আহমদীর বিশেষত হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর প্রতি এবং সাধারণভাবে তাঁর খলীফাগণের প্রতি শিশুসুলভ ভালোবাসা রয়েছে। বয়আ'তের পূর্বে এ ধরনের ভালোবাসার কোন ধারণাই আমাদের ছিল না।

নাইজেরিয়া থেকে সার্কিট মিশনারী বলেন, একটি প্র শ্নোত্তর অধিবেশন চলাকালীন লোকজন এ নিয়ে বিতর্ক আরম্ভ করে যে, সন্তানদেরকে তাদের পিতার নামে ডাকার পরিবর্তে তাদের পারিবারিক নামে ডাকা উচিত যা তাদের পিতৃপুরুষ থেকে চলে আসছে।তখন তাদেরকে বলা হয়, কুরআনের শিক্ষা হল, সন্তানদেরকে তাদের নিজ পিতার নামে ডাকো। এতে কিছু মানুষ, বিশেষভাবে অ-আহমদী ও নবাগত বন্ধুরা পুরোপুরি আশ্বস্ত হতে পারে নি। তিনি বলেন, কিন্তু দু'দিন পর আপনি যখন সাহাবীগণের জীবনী সম্পর্কেজুমু'আর খুতবা প্রদান করছিলেন তখন হযরত যায়েদ বিন সাবেত (রা.) সম্পর্কিত ঘটনাবলী বর্ণনা করেন এবং এটি বলেছিলেন যে, আরবরা যায়েদকে যায়েদ বিন মুহাম্মদ বলা আরম্ভ করেছিল। তখন আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশ আসে যে, তাকে যেন তার পিতার নামে স্মরণ করা হয়। এই খুতবা শুনে পুরো জামা'ত এবং দু'দিন পূর্বে যারা উক্ত বিতর্কে লিপ্ত হয়েছিল সে সকল সদস্যরাও অত্যন্ত আনন্দিত হয় যে, এখন যুগ -খলীফা আমাদের সঠিক পথপ্রদর্শন করেছেন। যদিও কতক লোকের এই ধারণা হয়েছিল যে, সম্ভবত এই কয়েকদিনে বা দুই দিনে মুবাল্লিগ সাহেব সেখানে অর্থাৎ, যুগ খলীফার নিকট সংবাদ পৌঁছিয়েছেন, তাই তিনি একথার উল্লেখ করেছেন। কিন্তু তিনি বলেন, আমি তো কিছুই বলি নি। তখন তারা বলে, আমরা অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছি যে, আল্লাহ্ তা'লা স্বয়ং আমাদের প্রশ্নের উত্তরের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন; আর এই খুশিতে জামা'তের একজন ধনী ব্যক্তি এমটিএ দেখার জন্য আরও একটি বড় টিভি ক্রয় করেন, যেন তা মসজিদের সেই অংশে লাগানো হয় যেখানে লাজনা ও মহিলার বসে আছেন, যেন তারাও খিলাফতের কল্যাণ থেকে বঞ্চিত না থাকেন। এরপর তিনি বলেন, খিলাফত তো হৃদয়ের প্রতিধ্বনি।

এখন এই দূরদূরান্তের অঞ্চল সমূহে বিভিন্ন দেশে বসবাসকারী বিভিন্ন জাতি ও বংশের যে আহমদীরা আছেন, খিলাফতের সাথে (তাদের) এই সম্পর্ক কে সৃষ্টি করছে? নিঃসন্দেহে এটি আল্লাহ্ তা'লার সাহায্য-সমর্থন ছাড়া আর কিছু ই নয়, নতুবা মানুষের চিন্তা-ভাবনাএটিকে আয়ত্ত করতে পারে না।

এরপর নরওয়ের একজন মহিলা বেরিফান সাহেবা বলেন, সকল প্রকৃত আহমদী বলে থাকে যে, আমাদের প্রিয় হুযূর আমাদের হৃদয়ের মণিকোঠায় বাস করেন এবং আমরা তাঁর জন্য দোয়া করি। এই পৃথিবীতে আমাদের কোন দুঃখ-কষ্ট নেই কেবলমাত্র তাকে খুশি করা ও তাঁর বোঝা হালকা করার উপায় সম্পর্কে চিন্তা করা ব্যতীত।

তিনি বিভিন্ন খুতবায় বর্ণনা করেছেন, সাহাবীগণ নিজেদের দেহ তিরবিদ্ধ করে মহানবী (সা.) -এর সুরক্ষা করেছেন এবং আক্রমণসমূহের বিপরীতে অবিচল ছিলেন; এই দৃশ্য কল্পনা করে আমার চোখ অশ্রুসিক্ত হয়ে যায় এবং আমি চিন্তা করি, আমি যদি এরূপ অবস্থার সম্মুখীন হতাম তাহলে কী করতাম? (আমি) কি অবিচল থাকতে সমর্থ হতাম? আমি দোয়া করি, আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে উক্ত সাহাবীগণের ন্যায় যুগ-খলীফা ও খিলাফতের সুরক্ষা নিজেদের প্রাণ, সম্পদ এবং সন্তানসন্ততিকে উৎসর্গ করে হলেও করার তৌফিক দান করুন। কয়েক বছর যাবৎ আমি নামাযে এই দোয়া করে আসছি যে, আপনার যত দুঃখ-কষ্ট ও দায়িত্বাবলী রয়েছে আল্লাহ্ তা'লা যেন সেগুলোর সমপরিমাণ ফিরিশতা আপনার প্র তি অবতীর্ণ করেন যারা আপনাকে তাদের নিরাপত্তা বলয়ে আবৃত রাখবে।

অতএব, এ হল সেই নিষ্ঠা ও আন্তরিকতাপূর্ণ সম্পর্ক যা আল্লাহ্ তা'লা মানুষের হৃদয়ে সৃষ্টি করছেন এবং ইনশাআল্লাহ্ তা'লা কিয়ামত পর্যন্ত আল্লাহ্ তা'লা এরূপ নিষ্ঠা ও আন্তরিকতায় অগ্রগামী মানুষ হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর জামা'তকে দান করতে থাকবেন, আহমদীয়া খিলাফতকে দান করতে থাকবেন। জগৎপূজারীরা এটি কখনো অনুধাবন করতে পারবে না।

জার্মানীতে একজন আরব বয়আ'ত করেন। তখন তার একজন পরিচিত তাকে বলে, তুমি কেন কাদিয়ানী হয়ে গেছ? সেই নতুন আহমদী উত্তর দেন, তোমরা এখানে শত সংখ্যায় আরব রয়েছ। তিনি নিজে আরব ছিলেন। তোমরা একশজন কোন একটি বিষয়েও একমত হতে পার না। আহমদীয়া জামা'তের একজন ইমাম আছেন এবং তাঁর কথায় জামা'তের সদস্যরা উঠাবসা করে আর এজন্য তাদের কাজে বরকত রয়েছে। এখন বল তোমাদের মাঝে এমন কী বৈশিষ্ট্য আছে যার ফলে আমি তোমাদের সাথে সম্পৃক্ত হব এবং তাদেরকে পরিত্যাগ করব?

অতএব, যতক্ষণ পর্যন্ত প্রত্যেক আহমদী খিলাফতের সাথে সম্পৃক্ত থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত তারা আল্লাহ্ তা'লার অপার অনুগ্রহের উত্তরাধিকারী হতে থাকবে। এর জন্য আমাদেরকে নিজেদের কর্মকেও খোদা তা'লার শিক্ষানুযায়ী গড়ে তুলতে হবে। কেবলমাত্র তবেই এই অনুগ্রহ উপকারে আসবে। আর এটিই আল্লাহ্ তা'লার প্রতিশ্রুতি যে, যারা ঈমান আনয়নের পাশাপাশি নিজেদের কর্মকে আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশিত পদ্ধতিতে পরিচালিত করবে, তারাই খিলাফতের কল্যাণরাজিতে ভূষিত হতে থাকবে।

অর্থাৎ, আমরা যেন আল্লাহ্ তা'লার প্রতি পরিপূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করে তাঁর ইবাদতের দায়িত্ব পালনকারী হই এবং আমাদের প্রতিটি কর্ম যেন আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টির সন্ধানী হয়। তবেই আমরা উক্ত কল্যাণ লাভ করতে পারব। হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআনে ঈমানের সাথে আমলে সালেহ্ তথা সৎকর্ম কেও রেখেছেন। সৎকর্ম সেটিকে বলে যাতে বিন্দুমাত্র বিশৃঙ্খলা থাকে না। তিনি (আ.) বলেন, বাড়ির একজন ব্যক্তিও যদি সৎকর্ম শীল হয় তাহলে পুরো বাড়ি নিরাপদ থাকে। জেনে রাখ! যতক্ষণ তোমাদের মাঝে আমলে সালেহ না থাকবে, শুধুমাত্র বিশ্বাস স্থাপন করলে কোন লাভ হবে না।"

(মালফুযাত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ২৭৪-২৭৫)

অতএব, আমাদের প্রতিনিয়ত আত্মজিজ্ঞাসা করতে থাকা উচিত যেন শয়তান কখনোই আমাদের ওপর আক্রমণ না করে। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের পিতৃপুরুষদেরকে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে মানার তৌফিক দিয়েছেন অথবা আমাদেরকে তাঁকে (আ.) মানার সৌভাগ্য দিয়েছেন, এটি তাঁর অপার অনুগ্রহ; আর এ অনুগ্রহধারাকে প্রবহমান রাখার জন্য আমাদেরকে স্থায়ীভাবে নিজেদের ঈমানের মানোন্নয়ন করা এবং ঈমানের প্রতি দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন, যেন আমাদের প্রত্যেকে উক্ত কল্যাণ থেকে

খুতবার শেষাংশ শেষ পাতায়.....

আঁ হযরত (সা.)-এর প্রতি অবমাননাকর মন্তব্যের প্রতিক্রিয়ায় আহমদীদের করণীয়- হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামিস (আই.)-এর নির্দেশাবলীর আলোকে।

সূচনালগ্ন থেকেই সত্য ও অসত্য ,আলো ও অন্ধকারের মধ্যে সংঘর্ষ হয়ে এসেছে। কিন্তু আল্লাহ তায়ালার রীতি অনুযায়ী চিরকাল আলোক তথা সত্যেরই জয় হয়েছে। কিছু মানুষ সস্তা জনপ্রিয়তা অর্জন করার জন্য খোদা তায়ালার রসুলের বিরুদ্ধে বাধা সৃষ্টি করে থাকে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তারা অসফল ও অকৃতকার্য হয়। তারা ইসলাম ও হযরত মহম্মদ(সাঃ) সম্পর্কে তারা অনেক অবমাননাকর আপত্তি করে অনেক অভব্য আচরণ করে এবং আল্লাহ তায়ালার সুন্নত অনুযায়ী অসফলতায় ব্যর্থ মনোরথ হয়। সম্প্রতিও অভিব্যক্তি ও সাংবাদিকতার স্বাধীনতার ছুতোয় কিছু উপাদান ইসলাম ও আঁ হযরত (সাঃ) এর বিরুদ্ধে নিজেদের বিদ্বেষ উজাগর করতে এবং মুসলিম বিশ্বের বিরুদ্ধে ঘৃণা ও বিদ্বেষ ছড়ানোর উদ্দেশ্যে অশ্লীল কার্টুন বিভিন্ন পুস্তক ও পত্রিকায় প্রকাশিত করেছে। এর ফলশ্রুতিতে বিভিন্ন মুসলিম সংগঠন ও ইসলামী দেশগুলিতে তীব্র প্রতিক্রিয়া প্রকাশ পেয়েছে। অগ্নি সংযোগ ঘটানো হয়েছে , ক্ষোভ প্রকাশের জন্য ভাঙচুরও করা হয়েছে।

জামাতে আহমদীয়ার প্রতিষ্ঠার প্রধান উদ্দেশ্য হল খোদা তায়ালার কৃপা ও অনুগ্রহ লাভের মাধ্যমে ইসলামের প্রকৃত শিক্ষাকে পৃথিবীতে বিস্তার ঘটানো। এই কারণে এই সকল ক্ষেত্রে জামাতের প্রতিক্রিয়া অগ্নি সংযোগ ও ভাঙ্চুর প্রদর্শনের পরিবর্তে নিন্দুকদের আপত্তি সমূহের সন্তষ্টিজনক উত্তর দেওয়ার মাধ্যমে প্রকাশ পায় এবং ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা ও বাণী মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়।

তাই জামাতের আহমদীয়ার ইমাম হযরত মির্যা মসরূর আহমদ সাহেব খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) বর্তমানের এই ঘটনাক্রম সম্পর্কে খুতবা জুমায় বিশদ আলোচনা উপস্থাপন করেন যা তিনি ১০ ফেব্রুয়ারী , ১৭ ফেব্রুয়ারী ,২৪ ফেব্রুয়ারী , ৩রা মার্চ ও ১০ মার্চ ২০১৪ মসজিদ বায়তুল ফুতুহ , লন্ডন -এ প্রদান করেছিলেন। বর্তমান পরিস্থিতিতে একজন প্রকৃত মোমিনের প্রতিক্রিয়া কী হওয়া বাঞ্ছনীয় আর এই পরিস্থিতির সম্মুখীন হলে কীভাবে মোকাবিলা করতে হয় এই খুতবাগুলি থেকে সে সম্পর্কে আমরা অবগত হতে পারি। খুতবাগুলি থেকে চয়নকৃত অংশ উপস্থাপন করা হল।

(তৃতীয় পর্ব)

আজকে দেখুন , কিছু পশ্চিমা দেশ যাদের সঙ্গে যুদ্ধ করছে তাদের সঙ্গে কিরূপ আচরণই না করে। কিন্তু তার তুলনায় আঁ হযরত(সাঃ) এর আদর্শ দেখুন যা সম্পর্কে একটি বর্ণনায় এরূপ রয়েছে ।

বদরের যুদ্ধের সময় যে স্থানে ইসলামী সৈন্য বাহিনী শিবির স্থাপন করেছিল সেটা এমন কোনো উপযুক্ত স্থান ছিলনা। এই কারণে হুবাব বিন মানজর(রাঃ) আঁ হযরত(সাঃ) কে জিজ্ঞাসা করলেন, যে স্থানটি আপনি শিবির স্থাপন করার জন্য নির্বাচন করেছেন সেটা কি খোদা তায়ালার কোনো ইলহামের কারণে। আপনাকে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন নাকি আপনি নিজে পছন্দ করেছেন? আপনার ধারণা হয়তো এই স্থানটি লড়াইয়ের জন্য কৌশলগতভাবে উপযুক্ত । প্রত্যুত্তরে আঁ হযরত(সাঃ) বললেন এটা কেবল লড়াইয়ের কৌশলগত কারণে ,আমার ধারণা এরূপ ছিল যে এটি উত্তম স্থান , স্থানটি যেহেতু উঁচু। তখন সেই সাহাবী বললেন এটা উপযুক্ত স্থান নয়। আপনি সৈন্যদের নিয়ে গিয়ে পানির প্রস্রবনের উপর দখল জমান। সেখানে একটি জলাধার তৈরী করে নিব এবং তারপর যুদ্ধ করব। এই ভাবে আমরা পানি পান করতে পারব কিন্তু শত্রুরা খাওয়ার জন্য পানি পাবেনা। তখন আঁ হযরত (সাঃ) বললেন , তবে তাই হোক তোমার পরামর্শ মেনে নিচ্ছি। অতএব সাহাবাগণ সেখানে গিয়ে শিবির স্থাপন করলেন। কিছু ক্ষণ পরে কুরায়েশদের কয়েকজন লোক পানি নেওয়ার জন্য জলাধারের কাছে আসলে সাহাবাগণ বাধা দেওয়ার চেষ্টা করলেন, কিন্তু আঁ হযরত(সাঃ) বললেন: বাধা দিওনা, তাদেরকে পানি নিয়ে নিতে দাও।

(আস সীরাতুন্নববীয়া লাবন , হিশাম)

ইসলাম তরবারির জোরে নয় বরং সদাচার ও অভিব্যক্তি ও ধর্মীয় স্বাধীনতার শিক্ষার মাধ্যমে প্রসার লাভ করেছে।

অতএব এই হল আঁ হযরত (সাঃ) এর শ্রেষ্ঠতম নৈতিক মানদন্ড । শত্রুরা কিছুকাল পূর্বেই মুসলমানদের সন্তানদের পর্যন্ত রসদ পানি বন্ধ করে রেখেছিল, কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি (সাঃ) উপেক্ষা করে শত্রুদের সৈন্যদেরকে যারা আঁ হযরত(সাঃ) এর অধিকারভুক্ত জলাধার পর্যন্ত পানি নিতে এসেছিল, তাদেরকে তিনি পানি নিতে বাধা দেন নি। কেননা এটা নৈতিকতা পরিপন্থী কর্ম ছিল। ইসলামের উপর সব চায়তে বড় আপত্তি এটাই করা হয় যে ইসলাম তরবারির বলে প্রসারিত হয়েছে। এরা যারা পানি নিতে এসেছিল তাদের বিরুদ্ধে বলপ্রয়োগও করা যেতে পারত যে পানি নিতে হলে আমাদের শর্তাবলী মানতে হবে। কুফ্ফার কয়েকটি যুদ্ধে এরকমই করতে থাকে। কিন্তু আঁ হযরত (সাঃ) এরূপ বলেননি। এখানে বলা যেতে পারত যে এই সময় মুসলমানদের মধ্যে পূর্ণ শক্তি ছিলনা , দুর্বল ছিল। এই কারণে হয়তো যুদ্ধ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য এই উপকারের চেষ্টা করেছে। যদিও এটা ভুল কথা। মুসলমানদের শিশুরা পর্যন্ত জানত যে মক্কার কাফেররা মুসলমানদের রক্তের পিপাসু। এবং মুসলমানদের চেহারা দেখলেই তাদের চোখ থেকে রক্ত ঝরে পড়ে। এই কারণে এই সুধারণা কারোর মধ্যে ছিলনা । আর আঁ হযরত(সাঃ) এর এই ধরণের সুধারণা পোষণ করার কোনো প্রশ্নই ওঠেনা। তাঁর (সাঃ) সমস্ত কিছু , এই সহমর্মিতার আচরণ, তাঁর মূর্তিমান করুণা হওয়াও মানবীয় মূল্যবোধকে রক্ষা করার কারণে ছিল। কেননা এই মূল্যবোধের সঙ্গে পরিচিতি লাভের শিক্ষা দান করা তাঁর(সাঃ)ই দায়িত্ব। এর পরে ইসলামের এই শত্রুর ঘটনা দেখুন যার হত্যার ব্যাপারে হত্যার পরোয়ানা জারি হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু আঁ হযরত(সাঃ) তাকে ক্ষমা প্রদান করলেন, শুধু তাই নয়, মুসলমানদের মধ্যে থেকে তার নিজের ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকার অনুমতিও প্রদান করলেন।সুতরাং এই ঘটনার উল্লেখ এইরূপ পাওয়া যায় যে , আবু জেহেলের পুত্র আকরামা-ও পিতার পথ অনুসরণ করে রসুলুল্লাহ (সাঃ) এর বিরুদ্ধে আজীবন যুদ্ধ করতে থেকেছে। মক্কা বিজয়ের সময় ও রসুল করীম(সাঃ) এর ক্ষমা ও নিরাপত্তা ঘোষণা সত্বেও সে একটি সৈন্য দলের উপর আক্রমণ চালায়। এবং 'হারাম'(নিষিদ্ধ স্থান) এ রক্তপাতের কারণ হয়। নিজের যুদ্ধাপরাধের কারণেই সে ওয়াজেবুল কতল বা হত্যাযোগ্য বিবেচিত হয়েছিল। কিন্তু মুসলমানদের সামনে সেই সময় কেউ দাঁড়াতে পারেনি। এই কারণে মক্কা বিজয়ের পর প্রাণ রক্ষার জন্য সে ইয়ামান এর দিকে পলায়ন করে। তার স্ত্রী রসুলে করীম (সাঃ) এর নিকট তার ক্ষমা প্রার্থী হলে তিনি (সাঃ) অত্যন্ত দয়া পরবশ তাকে ক্ষমা প্রদান করেন।এবং এর পর সে যখন তার স্বামীকে নিয়ে আসতে নিজে সেখানে গেল তখন আকরামা এই ক্ষমা দানের উপর এই কথা ভেবে বিশ্বাস করতে পারছিল না যে, আমি এত অত্যাচার করেছি, এত সংখ্যক মুসলমানদেরকে হত্যা করেছি, শেষ দিন পর্যন্ত আমি লড়তে থেকেছি, তবে আমি কিভাবে ক্ষমা পেতে পারি? যাই হোক সে কোনো উপায়ে আশ্বস্ত করে তার স্বামী আকরামাকে ফিরিয়ে নিয়ে আসে। সুতরাং যখন আকরামা ফিরে এল সে আঁ হযরত(সাঃ) এর দরবারে উপস্থিত হল। এবং এই বিষয়ের সত্যতা জানেত চাইল। আঁ হযরত(সাঃ) তার আসার পর তার সঙ্গে আশ্চর্যজনক করুনার আচরণ করলেন। প্রথমত তিনি (সাঃ) শত্রুদের সর্দারের সম্মানের উদ্দেশ্যে উঠে দাঁড়ালেন কেননা সে শত্রুদের সর্দার তাই এর সম্মান করা উচিৎ। এই কারণে তিনি উঠে দাঁড়ালেন এবং আকরামা জিজ্ঞাসা করায় তিনি(সাঃ) বললেন, 'সত্যিই আমি তোমাকে ক্ষমা করে দিয়েছি।'

(মোতা ইমাম মালেক, কিতাবুন নিকাহ,)

আকরামা জিজ্ঞাসা করল যে নিজের ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত থেকে? অর্থাৎ আমি মুসলমান হইনি। এই শিরকে লিপ্ত অবস্থায় আপনি কি আমাকে ক্ষমা করেছেন, আমাকে মার্জনা করেছেন? প্রত্যুত্তরে আঁ হযরত (সাঃ) বললেন,'হ্যাঁ আমি তোমাকে ক্ষমা করে দিয়েছি।' তখন আকরামার হৃদয় ইসলামের জন্য উন্মুক্ত হল। এবং অবলীলায়বলে উঠল, 'হে মুহম্মদ (সাঃ)! আপনি প্রকৃতই অত্যন্ত দয়ালু, মর্যাদাবান ও আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষাকারী।' রসুলে করীম(সাঃ) এর সদাচার ও উপকারে অভিভূত হয়ে আকরামা মুসলমান হয়ে গেল।

(আল সীরাতুল হালবিয়া, তৃতীয় খন্ড)

তাই বোঝা গেল যে, ইসলাম উত্তম শিষ্টাচার, অভিব্যক্তিও ধর্মের স্বাধীনতা প্রকাশের অনুমোদনের মাধ্যমে প্রসার লাভ করেছে।

চারিত্রিক সৌন্দর্য ও ধর্মীয় স্বাধীনতার অব্যর্থ এই অস্ত্র আকরামার মত ব্যক্তিকে নিমেষের মধ্যে আহত করে ফেলল। আঁ হযরত (সাঃ) ক্রীতদাসদেরকে পর্যন্ত এই অনুমতি দিয়েছিলেন যে , তোমরা নিজেদের ইচ্ছানুযায়ী ধর্ম অবলম্বন কর। কিন্তু তা সত্বেও ইসলামের প্রচার এজন্য করা হয় কেননা এটা আল্লাহ তায়ালার আদেশ। তিনি আদেশ করেছেন, ইসলামের শিক্ষা সম্পর্কে লোকদের বল, কেননা মানুষ এ বিষয়ে অনবিহিত। এই আকাঙ্খা একারণে যে এটা আল্লাহ তায়ালার নৈকট্য প্রদান করবে । আমরা তোমাদের প্রতি সহমর্মিতার কারণে একথা বলি।

সুতরাং একজন বন্দির একটা ঘটনা এরূপ বর্ণিত হয়েছে। সঈদ বিন আবি সঈদ বর্ণনা করেন , তিনি হযরত আবু হুরাইরা(রাঃ) কে বলতে শুনেছেন যে রসুলুল্লাহ (সাঃ) 'নাজাদ ' এর দিকে যখন সৈন্য রওনা করেন ,'বনু হানিফা ' (একটি গোষ্ঠী) র একজন ব্যক্তিকে বন্দী করে আনা হয় যার নাম ছিল সুমামা বিন আসাল। সাহাবার তাকে মসজিদে নববীর স্তম্ভের সাথে বেঁধে দেন। রসুলে করীম (সাঃ) তার কাছে গিয়ে

এরপর ১১ পাতায়

২০১৩ (সেপ্টেম্বর) সালে সৈয়্যদানা হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.)-এর জার্মান সফর

(মসজিদ উদ্বোধন উপলক্ষ্যে ভাষণের শেষাংশ)

হুযুর আনোয়ার বলেন: এখানে ধর্মীয় সৌহার্দ্য এবং ধর্মীয় স্বাধীনতার উল্লেখ করা হয়েছে। আমার পূর্বে এখানে শহরের অনেক সম্মানীয় ও বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ এসেছেন। মেয়র সাহেব, সিটি কাউন্সিলের মেম্বারও নিজেদের অভিমত ব্যক্ত করেছেন। তাঁরা নিজেদের বক্তব্যে ধর্মীয় স্বাধীনতা এবং সৌহার্দ্যের কথা বলেছেন। তাই সব সময় স্মরণ রাখতে হবে, যতদূর ধর্মীয় স্বাধীনতার সম্পর্ক, মসজিদ নির্মাণ একজন প্রকৃত মুসলমানকে ধর্মীয় স্বাধীনতার কথাই স্মরণ করিয়ে দেয় না, বরং আল্লাহ তা'লার এই আদেশের কথাও স্মরণ করিয়ে দেয় যে ইসলামের বিরুদ্ধবাদী, যারা ধর্ম তথা খোদাকে অস্বীকার করে, যদি তাদের আক্রমণকে প্রতিহত না করা হয়, তাদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ না করা হয়, তাহলে তোমাদের মসজিদ বা নিজেদের ইবাদতগাহকেই ধ্বংস করে ফেলবে না, বরং এই সব বিরুদ্ধবাদীদেরকে যদি ধর্মের উপর আক্রমণ করার স্বাধীনতা দেওয়া হয় তবে কোনও গীর্জা, কোনও মন্দির, কোনও সিননাগগ বা কোনও ইবাদতখানাই নিরাপদ থাকবে না। তাই এভাবে আল্লাহ্ ইসলামে যখনই কারো বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করার নির্দেশ দিয়েছে তা কারো ব্যক্তিগত বিদ্বেষের ভিত্তিতে দেওয়া হয় নি। বরং তা এজন্য ছিল যে ধর্মের শত্রুরা ধর্মকে ধ্বংস করে দিতে চাইত। অতএব, ইসলাম শিক্ষা দেয়, তোমরা কেবল নিজেদের ধর্ম ইসলামকেই রক্ষা করবে না, বরং প্রত্যেক ধর্মকে রক্ষা করতে হবে। অর্থাৎ যেখানেই মসজিদ নির্মিত হয় তা আমাদের এবিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে যে, আজ এই মসজিদ নির্মাণের সাথে প্রত্যেক আহমদী মুসলমানের কর্তব্য হল তারা আগের চাইতে বেশি সক্রিয়ভাবে নিজের আশপাশের পরিবেশে গীর্জাগুলিকে রক্ষা করবে, সেগুলিকে সম্মান করবে, সিনাগগেরও সম্মান করবেন। শিখদের যে গুরদোয়ারা আছে সেগুলিকেও সম্মান করবেন, মন্দিরেরও সম্মান করবেন। অর্থাৎ ইসলাম আমাদেরকে মসজিদ নির্মাণের পাশাপাশি ধর্মের সম্মান এবং তাদের উপাসনাগারগুলিকে সম্মান করার শিক্ষা দেয়। আর এই মসজিদটিও ইনশাআল্লাহ্ তা'লা সেই উদ্দেশ্যটিকে পূর্ণ করবে।আর আপনারা যারা এখানে বসে আছেন, তারা সকলেই দেখবেন যে এখানে বসবাসকারী আহমদীরা আগের চায়তে বেশি সমন্বিত হবে, শুধু তাই নয়, বরং ধর্মকে রক্ষা করতে যখনই তাদেরকে আহ্বান করা হবে, যে কোনও ধর্মের পক্ষ থেকে, তখন তারা সবার আগে এসে উপস্থিত হবে। অতএব, এটিই হল ইসলামী শিক্ষা আর এই শিক্ষা মানবতার অধিকার প্রদানের জন্যও অত্যন্ত জরুরী।

হুযুর আনোয়ার বলেন: জামাত আহমদীয়ার সম্পর্ক এই যুগের সেই ইমামের সঙ্গে যাঁকে আল্লাহ্ তা'লা মসীহ ও মাহদী করে পাঠিয়েছেন। যিনি যুগের সংশোধনের জন্য এসেছেন। যিনি প্রত্যেক ধর্মাবলম্বীদের সম্প্রীতি ও ভালবাসার শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি ঘোষণা করেছেন, তাঁর আগমণের উদ্দেশ্য মূলত দুটি। এক, খোদার সঙ্গে মানুষের সাক্ষাত করিয়ে দেওয়া আর দ্বিতীয় উদ্দেশ্য হল মানুষকে মানুষের অধিকারের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা। এই শিক্ষা নিয়েই জামাত আহমদীয়া মুসলেমা আগুয়ান রয়েছে, যার উপর তারা নিজেও অনুশীলন করে এবং এর প্রসার করে। অতএব, যখন আল্লাহ্ তা'লার অধিকার এবং আল্লাহ্ তা'লার সৃষ্টির অধিকার প্রদানের উদ্দেশ্য থাকে, আর আমাদের এই শিক্ষা এবং দৃষ্টিভঙ্গি থাকে যে খোদা তা'লার নিকট তাঁর সমগ্র সৃষ্টিজগতই প্রিয়, আর সব থেকে বেশি প্রিয় সৃষ্টির সেরা জীব মানুষ। তাই সমগ্র মানবজাতিকে আদেশ দেওয়া হয়েছে যে, অপরকে সম্মান কর। জামাতের প্রতিষ্ঠাতা আঁ হযরত (সা.)-এর দ্বারা আনীত ইসলামের প্রকৃত শিক্ষার আলোকে আমাদের প্রত্যেক ধর্মের অনুসারীদের প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শনের নির্দেশ দান করেছেন। কেনা কুরআন করীমে ধর্মের বিষয়ে কোনও জোরজবরদস্তি করার আদেশ নেই, বরং আদেশ করা হয়েছে যে, এই শিক্ষা অবতীর্ণ হয়েছে, তোমাদের মধ্যে যে চায় সে মান্য করুক আর যে চায় সে অস্বীকার করুক। ধর্মের স্বাধীনতা প্রত্যেকের রয়েছে। জামাত আহমদীয়া এই শিক্ষা নিয়েই এগিয়ে চলেছে। এই শিক্ষার মাধ্যমেই পারস্পারিক সম্পর্ক টিকে থাকে, সৌহার্দ্য এবং ধর্মীয় স্বাধীনতাও প্রতিষ্ঠিত থাকে।

যেহেতু জামাত আহমদীয়ার সদস্যরা কতিপয় দেশে নিপীড়নের শিকার, তাই জার্মানীও অধিকাংশ পশ্চিমা দেশের ন্যায় তাদেরকে নিজেদের দেশে আশ্রয় দেওয়ায় আমি আনন্দিত। জামাতের এই সব সদস্যরা এখন আপনাদের মাঝে একীভূত ও সমন্বিত হয়ে গেছে, এতটাই যে, সে কথা আপনারা নিজেরাও স্বীকার করেছেন-'এরা আমাদের মাঝে সমন্বিত হয়ে আমাদের সমাজের অংশে পরিণত হয়েছে।' আর এই গুণটিই একজন ভাল মানুষের মাঝে থাকা বাঞ্ছনীয়। আর এই বৈশিষ্ট্যই একটি আদর্শ ধর্ম উপস্থাপন করে থাকে। অতএব, এই ভালবাসা, সৌহার্দ, সম্প্রীতি এবং ভ্রাতৃত্বের বাণীই আমরা সর্বত্র প্রচার করে থাকি। ইনশাআল্লাহ্ মসজিদ নির্মাণের পর, মসজিদ স্থাপনের পর এই বাণী আরও ব্যাপকভাবে প্রসারিত হবে। এই বাণী যা আলোকের বাণী, যা অন্ধকারকে বিদূরীত করে, তা এখান থেকে প্রচারিত হবে, কোনও অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলার বার্তা এখান থেকে যাবে না। মসজিদের মিনারটি এ বিষয়েরই প্রতীক। অতএব, যারা জামাত আহমদীয়া সম্পর্কে খুব বেশি অবহিত নন, তাদের জ্ঞাতার্থে এই কয়েকটি কথা আমি বলেছি যাতে তাঁরা জানতে পারেন যে, জামাত আহমদীয়া যে ইসলাম উপস্থাপন করে তা কতটা ভালবাসা, ভ্রাতৃত্ব এবং সমন্বয়ের বাণী সংবলিত।

হুযুর আনোয়ার বলেন: কিন্তু সেই সঙ্গে প্রত্যেক আহমদীকে একথাও স্মরণ রাখতে হবে যে, যে-সব কথাগুলি আমি বলেছি সেগুলি যেন শুধু কথার কথা না হয়। আমি এই কথাগুলি এই প্রত্যাশা নিয়ে বলেছি যাতে এগুলির প্রভাব, এই চিন্তাধারা এবং আবেগ অনুভূতির বহিঃপ্রকাশ আপনাদের পক্ষ থেকে হতে দেখি। আর ইনশাআল্লাহ্ আপনারা এই মসজিদটি নির্মাণের মধ্য দিয়েই এই সমাজে আরও বেশি করে সমন্বিত হবেন আর এখনও চেষ্টা করুন চেষ্টা করুন ইসলামের ভালবাসা, ভ্রাতৃত্ব এবং শান্তির বাণী মানুষের কাছে পোঁছে দেওয়ার। যদি কারো মধ্যে কোনও রক্ষণশীলতা থাকে তবে তা দূর করার চেষ্টা করবেন আর নিজেদের মধ্যে সম্প্রীতি ও ভ্রাতৃত্বের প্রসার ঘটাবেন। যাতে তারা জানতে পারে যে, এরা এমন মানুষ যারা একদিকে যেমন সম্প্রীতি সহকারে বাস করে, অপরদিকে অন্যদের বিষয়েও যত্নবান থাকার চেষ্টা করে। আল্লাহ্ করুন আপনারা যেন এই চিন্তাধারা নিয়ে মসজিদ নির্মাণ করেন। এছাড়া এই মসজিদের নাম রাখা হয়েছে মসজিদ সুবহান। তাই আপনারা যেন নিজেদের অন্তরে পবিত্রতা বজায় রাখেন আর আল্লাহ্ তা'লার স্মরণে হৃদয় সিক্ত থাকে আর মসজিদের নির্মাণের জন্য প্রত্যেক যে ইট রাখা হবে তা যেন আপনাদের বিনয়কে আরও বাড়িয়ে দেয় আর আপনাদের ঈমানকে সমৃদ্ধ করে। আল্লাহ্ যেন প্রতিটি দিন এই পরিবেশে ইসলামের বাণী শ্রেষ্ঠতর উপায়ে পোঁছে দেওয়ার তৌফিক দান করেন।

হুযুর আনোয়ার বলেন: আমাদের এক বিশিষ্ট অতিথি একথার উল্লেখ করেছেন যে, তিনি মসজিদের জন্য কোনও উপহার নিয়ে এসেছিলেন যা তিনি গাড়িতে ভুলে এসেছেন। কিন্তু যে ভালবাসার বহিঃপ্রকাশ তাঁর দ্বারা ঘটেছে এবং অন্যান্য অতিথিরাও যে ভালবাসা দিয়েছেন তা সকল উপহারের থেকে দামী। আর এটাও খোদা তা'লার মহিমা, এই ভালবাসার উপহার এমন জায়গায় রাখা হয় যা কোথাও পরিত্যক্ত হয় না, মানুষ যেখানে যাবে সঙ্গে করে নিয়ে যাবে- সেই জায়গা হল হৃদয়। এই উপহার যখন হৃদয়ে রাখবেন আর সঙ্গে নিয়ে কোথাও যান এবং কথার মাধ্যমে তা উপস্থাপন করেন তখন সেটিই হয় সব থেকে দামী উপহার যা মানবীয় মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠিত করে। অতএব, বাহ্যিক উপহার মূল্য নিজের জায়গায়, কিন্তু আমি তাঁকে ধন্যবাদ জানাতে চাই। তিনি এই মসজিদের জন্য নিজের যে ভাবাবেগের বহিঃপ্রকাশ করেছেন, সেটিই সব থেকে বড় উপহার। তাই এর জন্য সকলকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

হুযুর আনোয়ার বলেন: এরপর বলা হয়েছে যে এখানে একটি বৃক্ষ রয়েছে যার আয়ু শত শত বছর। এটি এ বিষয়ের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে যে, পারস্পারিক সম্পর্ক এবং ভালবাসাও যেন দীর্ঘস্থায়ী হয়। এ সম্পর্কে স্পষ্ট করে দিতে চাই যে, জামাত আহমদীয়া পৃথিবীর সর্বত্র বৃক্ষরোপন অভিযানে অনেক এগিয়ে রয়েছে। জামাত আহমদীয়া যখনই কোনও গাছ লাগায়, তখন সেই গাছ এই উদ্দেশ্যে লাগানো হয় যে সেই গাছগুলিকে শুকিয়ে যেতে দেওয়া হবে না আর তা ভালবাসার প্রতীক হিসেবে লাগানো হয় যা কিয়ামত পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত থাকবে। এই ভালবাসার বাণীই ক্রমশ প্রসারিত হয়ে কিয়ামত পর্যন্ত বিস্তৃত হবে। অতএব, এই দৃষ্টিকোণ থেকেও স্মরণ থাকে যে, আমাদের

মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

যতক্ষণ না প্রিয় থেকে প্রিয়তর বস্তুকে ব্যয় করবে, ততক্ষণ খোদার নৈকট্যভাজন হওয়ার মর্যদা লাভ হতে পারে না।

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড , পৃ: ৬৪)

দোয়াপ্রার্থী: Begum Aseya Khatun, Harhari (Murshidabad)

ভালবাসার এই বৃক্ষ চিরস্থায়ী হবে।

হুযুর আনোয়ার বলেন: এখানে আরও একটা কথা বলা হয়েছে যে, এখানে জামাত নথিভুক্ত হওয়ার পর সেই মর্যাদায় পৌঁছেছে যে, আমরা চাইলে মসজিদের নামে করও নিতে পারি। জামাত আহমদীয়া আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় সেই জামাত যার সদস্যদের কর দেওয়ার জন্য বাধ্য করা হয় না। বরং তারা স্বেচ্ছায় নিজেদের সম্পদ দান করে। আমার কাছে এমন অনেক উদাহরণ আছে, মহিলারা নিজেদের গয়না মসজিদের জন্য দান করে দিয়েছে। আপনাদের মধ্যে যে সব মহিলারা এখানে বসে আছেন, তাঁরা নিশ্চয় জানেন যে অলংকার মহিলাদের নিকট অত্যন্ত প্রিয় ও বিশেষ বস্তু। বিশেষ করে স্বর্ণালংকার এবং মূল্যবান আভুষণ ও হিরে মোতি অত্যন্ত প্রিয়। কিন্তু আহমদী মহিলারা আমার কাছে এসে নিজেদের গয়না নিয়ে এসে বলেছে যে তারা সেগুলি মসজিদের জন্য চাঁদা হিসেবে দিতে চায় যাতে মসজিদ নির্মিত হয়। যদিও আমি তাদেরকে বলেছি, যা কিছু তোমরা নিয়ে এসেছ তার মধ্য থেকে কিছুটা মসজিদের জন্য দাও আর বাকিটা তোমরা নিজেদের জন্য রেখে দাও, কেননা এগুলি তোমাদের প্রয়োজন। কিন্তু তারা কেঁদে কেঁদে অনুনয় করেছে যে, এই গয়নাগাটি তাদের কোনও কাজের নয়। তাদের বাসনা তখনই পূর্ণ হবে, তারা প্রশান্তি ও স্বস্তি লাভ করবে যখন আপনি এগুলিকে মসজিদের জন্য খরচ করবেন। অনুরূপভাবে অনেক যুবকও লক্ষ লক্ষ ইউরো নিয়ে এসেছে আর তারা বলেছে, মসজিদ নির্মাণের জন্য খরচ করতে চায়। অতএব, জামাত আহমদীয়ার সদস্যদের মধ্যে এই স্পৃহা রয়েছে। তাই কর আদায় করব কি না তা নিয়ে আমাদের কোনও চিন্তা নেই। এমনকি আমরা সরকারের কাছ থেকেও কিছু নিই না, যা কিছু আছে তার থেকে নিজেরাই খরচ করি।

হুযুর আনোয়ার বলেন- আল্লাহর কৃপায় জামাত আহমদীয়া টেলিভিশন চ্যানেলও পরিচালনা করে। আর আমি যখন লোকেদের বলি যে, আমাদের এমন এক চ্যানেল আছে যা পাঁচটি স্যাটেলাইটের মাধ্যমে সারা বিশ্বে সম্প্রচারিত হয় আর চ্যানেলটি আটটি ভাষায় চলছে আর এই চ্যানেলের বিশেষত্ব হল এটি একটি ধর্মীয় চ্যানেল যা কোনও ধর্মের বিরূদ্ধে কথা বলে না,বরং নিজের ধর্মের তথা ইসলামের যে সৌন্দর্য রয়েছে সেটাকেই পৃথিবীর সামনে তুলে ধরে। দ্বিতীয়ত, নিজেদের জামাতের সদস্যদের শিক্ষা-দীক্ষার জন্য যতটুকু সম্ভব চেষ্টা করা হয়। এই চ্যানেলে এমন সব অনুষ্ঠান প্রচারিত হয় যার দ্বারা তাদের তরবীয়তের কাজ সম্ভব হয়। আর এই চ্যানেলের সব থেকে বড় বিশেষত্ব হল এটা কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন ছাড়াই চলে। পৃথিবীর কোনও টিভি চ্যানেল এমন নেই যা সমগ্র বিশ্বকে কভার করে অথচ তা বিনা বিজ্ঞাপনে চলে। আমাদের চ্যানেল এমন যা বিনা বিজ্ঞাপনে সমগ্র বিশ্বকে ভালবাসার বাণী উপহার দিচ্ছে। এটাই হল জামাতে আহমদীয়ার টিভি চ্যানেলের। আর এটা জামাত আহমদীয়ার প্রকৃতি, আমরা যা কিছু করি তা খোদা তা'লার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্যই করি। এর জন্য ত্যাগস্বীকার করি আর ত্যাগস্বীকারকে আমরা নিজেদের উপর কোনও প্রকার বোঝা বলে মনে করি না।

হুযুর আনোয়ার বলেন: জামাত আহমদীয়ার এগুলিই বিশেষত্ব আর আমি এখানে বসবাসকারী জামাত আহমদীয়ার সদস্যদের কাছে এটা প্রত্যাশা রাখি যে, তারা এই বৈশিষ্টগুলিকে ব সময় নিজেদের জীবনের অংশে পরিণত করবে আর আর আপনারা যারা এখানে অংশ গ্রহণ করেছেন, ইনশাআল্লাহ্ দেখবেন যে, বায়তুল আতা নামের এই মসজিদটি আল্লাহ্র তা'লার এক বিশেষ দান আর এটা এখানে আসা প্রত্যেকেই দেখতে পাবে। আর যেমনটি আমি বলেছি, আধ্যাত্মিকতা অর্জনের জন্যও এখানে লোকেরা আসবে আর আধ্যাত্মিকতা যখন অর্জিত হবে, আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি দৃষ্টিপটে থাকে তখন জাগতিক কোনও কামনা বাসনা থাকে না। বরং বন্ধুত্ব এবং অপরের অধিকার প্রদানও আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যেই হয়ে থাকে। অতএব, আপনাদের প্রতি আমাদের ভালবাসা, আপনাদের সেবা যতুটুকু করতে পেরেছি বা সুযোগ পেয়েছি, তা এজন্য হবে যে আমরা সেই সব মানুষ হতে চাই যেমন মানুষ এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকর্তা আমাদেরকে তৈরী করার জন্য আমাদেরকে পাঠিয়েছেন।

হুযুর আনোয়ার বলেন: ইনশআল্লাহ্ তা'লা , যেমনটি আমি বলেছি, এই সব আহমদীদের মাধ্যমে আপনারা সব সময় এই বাণী পেতে থাকবেন। আল্লাহ্ করুন, আহমদীদের কাছে যে প্রত্যাশাটুকু আমি রাখছি, তার বহিঃপ্রকাশ বেশিই যেন হয় আর আপনারা তা উপলব্ধি করতে পারেন। জাযাকাল্লাহ।

****

(২য় পাতার পর....)

ও পরকাল সুসজ্জিত করতে পারব।

মুত্তাকী কে? এ বিষয়টি স্পষ্ট করতে গিয়ে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন: খোদার বাণী থেকে পাওয়া যায় যে, মুত্তাকি তারা যারা বিনম্রতা সহকারে মিসকীনদের ন্যায় জীবনযাপন করে। তারা দাম্ভিকতাপূর্ণ কথা বলে না। তাদের কথাবার্তার মধ্যে এমন বিনয় থাকে যেমন ছোটরা বড়দের সামনে কথা বলে। আল্লাহ্ তা'লা কারও ইজারাদার নন।তিনি বিশেষ করে তাকওয়াকেই চান। যার মধ্যে তাকওয়া থাকবে আল্লাহ্ তা'লা তার হয়ে যাবেন।

আল্লাহ্ তা'লার যথার্থ কৃতজ্ঞ বান্দা হওয়ার জন্য তাকওয়া অন্যতম প্রধান শর্ত আর আল্লাহ্ তা'লা এই বিষয়টিকে মর্যাদাও দান করেন-এই বিষয়টি বর্ণনা করতে গিয়ে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন:

তাকওয়া ও পবিত্রতা অর্জনই তোমাদের প্রকৃত কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন। মুসলমান কি না জিজ্ঞাসা করলে আলহামদোলিল্লাহ্ বলে দেওয়া সত্য বচন ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন হল না। যদি তোমরা প্রকৃত পবিত্রতা এবং তাকওয়া অর্জনের পথ অবলম্বন কর,তবে আমি তোমাদের সুসংবাদ দিচ্ছি, তোমরা সীমান্তে দাঁড়িয়ে আছ, কেউ তোমাদের উপর বিজয়ী হতে পারবে না।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন- তাকওয়ার পথ অবলম্বন কর, কেননা তাকওয়াই একমাত্র বস্তু যাকে শরিয়তের সারসংক্ষেপ বলা যেতে পারে। যদি শরীয়তকে সংক্ষেপে বর্ণনা করতে হয়, তবে শরীয়তের সারমর্ম তাকওয়াই হতে পারে। তাকওয়ার অনেকগুলি পর্যায় রয়েছে। কিন্তু যদি সত্যান্বেষী হয়ে প্রাথমিক ধাপগুলিকে অবিচলতা এবং নিষ্ঠার সঙ্গে অতিক্রম করতে পারে, তবে সে এই সত্যবাদিতা এবং সত্যান্বেষণের কারণে উচ্চ মর্যাদা লাভ করে। যতদুর সম্ভব, আমাদের জামাতের প্রত্যেকের তাকওয়ার পথে পদচারণা করা আবশ্যক, যাতে তারা দোয়া কবুলীয়তের স্বাদ ও আনন্দ লাভ করে এবং তাদের ঈমান সমৃদ্ধ হয়।

খুতবার শেষে হুযুর আনোয়ার বলেন: আজকের এই ঈদে আমাদের প্রত্যেকের এই অঙ্গীকার করা উচিত যে, আমরা সেই মানদণ্ড অনুযায়ী নিজেদেরকে প্রস্তুত করব এবং সেই অনুযায়ী জীবন যাপন করার চেষ্টা করব। আমাদের প্রতিটি কাজ ও কথা যেন আল্লাহ্ তা'লার আদেশ সম্মত হয়। আমরা যদি সেই আদেশ মেনে চলার অঙ্গীকার করি, আর এর জন্য চেষ্টা করি, তবে আল্লাহ্ তা'লা স্বীয় প্রতিশ্রুতি অনুসারে অবশ্যই আমাদেরকে সেই সব কিছু দান করবেন যা তিনি তাকওয়ার পথে পদচারণাকারীদের সঙ্গে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। আর বিরূদ্ধবাদীদের কোনও বিরোধীতাই আমাদের ক্ষতি করতে পারবে না। আর আমাদের জন্য কোনও আক্ষেপের বিষয় থাকবে না যে আমাদেরকে পশু কুরবানী করা থেকে বাধা দেওয়া হয়েছে। যদি আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি না থাকে, তবে পশু কুরবানী করাও আমাদের জন্য প্রকৃত আনন্দের বিষয় হবে না। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে প্রকৃত তাকওয়ার মর্মার্থ অনুধাবন করার মাধ্যমে সেই অনুসারে নিজেদের জীবন পরিচালিত করার তৌফিক দান করুন।

হুযুর আনোয়ার বলেন: এখন আমরা দোয়াও করব। দোয়াতে আল্লাহ্র পথে বন্দীদেরকে বিশেষভাবে স্মরণ রাখবেন, যারা বন্দী দশার কষ্ট সহন করছে আর কুরবাণীও দিচ্ছে। আল্লাহ্ তা'লা দ্রুত তাদের মুক্তির উপকরণ সৃষ্টি করুন। এছাড়া সেই সব মানুষদেরও স্মরণ রাখবেন যারা নিজেদের ধর্ম ও ঈমানের কারণে বিভিন্ন কষ্ট ও সমস্যায় জর্জরিত। আহমদী হওয়ার কারণে তাদের ব্যবসা বাণিয্যে বাধা সৃষ্টি করা হচ্ছে ,ক্ষতি করার চেষ্টা করা হচ্ছে। পাকিস্তানে সচরাচর জামাতের সদস্যদের উপর অত্যাচার করার চেষ্টা করা হয়। তারা যোগ্য হওয়া সত্ত্বেও তাদেরকে চাকরী থেকে বের করে দেওয়া হয়। অনুরূপভাবে সকল নিপীড়িত এবং বঞ্চিতদের জন্যও দোয়া করবেন। সমগ্র মানবজাতির জন্য দোয়া করুন, তারা যেন আল্লাহ্ তা'লাকে চিনতে পারে আর আল্লাহ্র অসন্তুষ্টি থেকে রক্ষা পায়। পৃথিবী যে ধ্বংসের দিকে এগোচ্ছে আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে বিবেক-বুদ্ধি দান করুন, যাতে ধ্বংসের গহ্বরে পতিত হওয়া থেকে রক্ষা পায়। আর আল্লাহ্কে তারা চিনে নেয় এবং নিজেদের অবস্থার সংশোধনকারী হয়। অন্যথায় এক ভয়াবহ বিনাশ পৃথিবীকে গ্রাস করতে উদ্যত। আল্লাহ্ তা'লাই করুণা করুন। আল্লাহ্ তা'লা সমস্ত আহমদীদের জন্য এই ঈদ সার্বিকভাবে বরকতমণ্ডিত করুন।

****

মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

তোমরা যদি চাও যে, আকাশে আল্লাহতালা তোমাদের উপর সন্তুষ্ট হন, তাহা হইলে তোমরা সহোদর দুই ভ্রাতার ন্যায় পরস্পর এক হইয়া যাও।

(কিশতিয়ে নূহ, পৃ: ২৫)

দোয়াপ্রার্থী: Sabina Yasmin, Bilaspur (Chhattisgarh)

বললেন, যে হে সুমামা ! তোমার কাছে কি অজুহাত আছে বা তোমার সাথে যা আচরণ হবে তার সম্পর্কে তোমার ধারণা কিরূপ? সে বলল আমি ভাল ধারণা পোষণ করি। যদি আপনি আমাকে হত্যা করেন তবে একজন হত্যাকারীকে হত্যা করে থাকবেন , কিন্তু যদি আমাকে পুরষ্কৃত করেন তবে এমন একজনকে পুরস্কৃত করবেন যে উপকারকে অনেক মহত্ব দেয়। যদি সম্পদ চান তবে যতটা চান নিয়ে নিন। এর জন্য সেই পরিমাণ সম্পদ তার জাতির পক্ষ থেকে দেওয়া সম্ভব ছিল। এরই মধ্যে একদিন অতিবাহিত হল। তিনি(সাঃ) পুনরায় উপস্থিত হলেন এবং সুমামাকে তার অভিপ্রায় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। সুমামা বললেন আমি তো গতকালকেই আপনাকে বলে দিয়েছিলাম যে যদি আমাকে পুরষ্কৃত করেন ,তবে তিনি এমন একজনকে পুরস্কৃত করবেন যে উপকারকে অনেক মহত্ব দেয়। তিনি (সাঃ) তাকে সেখানে সে অবস্থাতেই রেখে দিলেন। তৃতীয় দিন উদিত হল। তিনি(সাঃ) পুনরায় তার কাছে উপস্থিত হলেন এবং সুমামার অভিপ্রায় সম্পর্কে জানতে চাইলেন। সে বলল যা বলার ছিল বলে দিয়েছি। তিনি স(সাঃ) তাকে ছেড়ে দেওয়ার আদেশ করলেন। অতএব সুমমাকে মুক্তি দেওয়া হল।এর পর সুমামা মসজিদের নিকটবর্ত্তী খেজুরের বাগানে গিয়ে স্নান করল। এবং মসজিদে প্রবেশ করে কলেমা শাহাদত পাঠ করল। এবং বলল হে মহম্মদ! খোদার কসম আমার কাছে পৃথিবীতে সব থেকে অপ্রিয় চেহারা ছিল আপনার চেহারা ছিল, কিন্তু আজ এইরূপ অবস্থা যে আপনার চেহারা আমার কাছে পৃথিবীর সবচাইতে প্রিয় চেহারা। খোদার কসম! আমার কাছে পৃথিবীর সবচাইতে অপ্রিয় ধর্ম ছিল আপনার ধর্ম। কিন্তু আজ এমন অবস্থা যে আমার কাছে পৃথিবীর সবচায়তে প্রিয় ধর্ম হল আপনার আনীত ধর্ম।খোদার কসম ! আপনার শহরকে সবথেকে বেশি অপছন্দ করতাম। এখন শহরই আমার কাছে সবচায়তে প্রিয়। আমি উমরা করতে চাইছিলাম এরূপ অবস্থায় আপনার অশ্বারোহী আমাকে ধরে ফেলে। তিনি (সাঃ) এই কথা শুনে যে , সে উমরা করতে যাচ্ছিল, তাকে সুসংবাদ দেন এবং ইসলাম গ্রহণ করার কারণে অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন। এবং আদেশ করেন যে, যাও উমরা কর । আল্লাহ তায়ালা কবুল করবেন। যখন সে মক্কা পোঁছায় কোনো এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করে যে, তুমি কি 'সাবি' হয়ে গেছ। তখন সে উত্তর দেয় যে , না আমি মহম্মদ রসুলুল্লাহ(সাঃ) এর উপর ঈমান এনেছি। খোদার কসম! এর পর থেকে ইয়ামামার দিক থেকে তোমাদের দিকে গমের একটা শস্য পর্যন্ত পোঁছাবেনা যতক্ষন না আঁ হযরত(সাঃ) এর অনুমতি প্রদান করেন।

(বুখারী, কিতাবুল গাজি)

অপর একটি বর্ণনায় আছে যে লোক ইসলাম গ্রহণ করার পর যখন তিনি উমরা করতে যান ,তখন কুফফারে মক্কারা তার মুসলিম হওয়ার বিষয়টি জানতে পেরে তাকে মারার চেস্টা করে বা প্রহার করে। তখন তিনি বলেন যে , একটা শস্যদানা পর্যন্ত আসবেনা। এবং ততক্ষন পর্যন্ত আসবেনা যতক্ষন না আঁ হযরত (সাঃ) এর পক্ষ থেকে অনুমতি না আসে।সুতরাং সে তার জাতিকে গিয়ে বলে এবং সেখান থেকে শস্যদানা আসা বন্ধ হয়ে যায়। অত্যন্ত সংকটজনক অবস্থার সৃষ্টি হয়। তখন আবু সুফিয়ান আঁ হযরত (সাঃ)– এর কাছে নিবেদন নিয়ে উপস্থিত হয় যে, তারা এরূপ অনাহারে মারা যাচ্ছে। নিজের জাতির উপর একটু দয়া করুন। এর উত্তরে আঁ হযরত(সাঃ) একথা বলেননি যে , খাদ্যশস্য তখনই পাবে যখন তোমরা মুসলমান হবে। বরং তিনি তৎক্ষণাৎ সুমামাকে এই বার্তা পাঠিয়েছেন যে, নিষেধাজ্ঞা তুলে নাও , এটা অত্যাচার। শিশুদের ,বয়স্কদের ও অসুস্থদের খাদ্যের প্রয়োজন হয় । তাদের জন্য তা উপলব্ধ হওয়া উচিত।

(সীরাতুন্নবুয়াত, লিইবন হিশাম)।

অতএব অন্যেরা দেখুক , কয়েদী সুমামাকে একথা বলেননি যে , তুমি আমাদের আয়ত্বাধীন রয়েছো , তাই তুমি মুসলমান হয়ে যাও। তিন দিন পর্যন্ত তার সঙ্গে সৎ ব্যবহার হতে থাকে। শুধু তাই নয় এক্ষেত্রেও আচরণের উচ্চ মানও বজায় রাখা হয়। তাকে মুক্তি দেওয়া হল, কিন্তু অপরদিকে সুমামাও বিচক্ষণ ছিলেন। তিনি এই নিশ্চয়তার সঙ্গে যে, এই দাসত্বের মধ্যেই দ্বীন ও দুনিয়ার মঙ্গল নিহিত রয়েছে, স্বাধীনতা পাওয়া মাত্রই তিনি রসুলুল্লাহ(সাঃ) এর দাসত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করে দিলেন। তাছাড়া তিনি(সাঃ) একজন ইহুদি বন্দীকে আয়ত্বাধীন হওয়া সত্বেও নিজের কথা মানার জন্য বাধ্য করেননি। এমনকি সে এমন গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়ে যে , আশঙ্কাজনক অবস্থা দেখে তার পরিণাম শুভ হওয়ার বিষয়ে তিনি(সাঃ) চিন্তিত হয়ে পড়েন। তিনি চিন্তিত ছিলেন এই কারণে যে , সে যেন খোদার শেষ বিধানকে অস্বীকারকারী রূপে ইহজগত ত্যাগ না করে।বরং তার প্রস্থানের সময় সে যেন একজন সত্যকে মান্যকারী রূপে বিবেচিত হয়। যেন আল্লাহ তায়ালার ক্ষমা লাভের উপকরণ হয়। এমন পরিস্থিতিতে তার শুশ্রুষার জন্য আঁ হযরত (সাঃ) উপস্থিত হয়ে অত্যন্ত বিনম্রতার সাথে তাকে ইসলাম গ্রহণ করার কথা বলেন।

সুতরাং হযরত আনাস(রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে , আঁ হযরত (সাঃ) এর এক সেবক একজন ইহুদি ছিল, যে অসুস্থ হয়ে পড়ে। রসুলুল্লাহ (সাঃ) তার শুশ্রুষার জন্য এলেন । তার মাথার কাছে এসে বললেন , ইসলাম গ্রহণ কর। অপর একটি বর্ণনায় আছে যে , সে তার অভিভাবকদের দিকে দৃষ্টিপাত করে। কিন্তু যাই হোক সে অনুমতি পাওয়ার পর বা স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ করে।

(সহী বুখারী, কিতাবুল জানায়েজ)

অতএব, তার ইসলাম গ্রহণ করার এই ঘটনাটিতে অবশ্যই সেই ভালবাসার পরশ ও স্বাধীনতার প্রভাব ছিল যা আঁ হযরত(সাঃ) এর দাসত্ব করার সময় সেই ছেলেটির উপর পড়েছিল। তার নিশ্চিত বিশ্বাস ছিল যে অবশ্যই এটা সত্য ধর্ম, তাই এটা গ্রহণ করা নিরাপদ। কেননা দয়া ও করুণার এই মূর্তপ্রতীক আমার অনিষ্ট ও অমঙ্গল কামনা করতেই পারেনা। নিশ্চয় তিনি সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং সর্বদা অপরকে সর্বোত্তম বিষয় ও কাজের দিকেই আহ্বান করেন, তারই উপদেশ দিয়ে থাকেন। অতএব এই স্বাধীনতাই তিনি প্রতিষ্ঠিত করেছেন। পৃথিবীতে কোথাও এর কোন দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না।তিনি (সাঃ) নবুয়ত দাবী করার পূর্বেও অভিব্যক্তি স্বধীনতা, ধর্মের স্বাধীনতা এবং জীবনের স্বাধীনতা পছন্দ করতেন এবং দাসত্বকে অপছন্দ করতেন। তাই যখন হযরত খাদিজা (রাঃ) বিবাহের পর তাঁর সমস্ত সম্পদ ও ক্রীতদাসদেরকে আঁ হযরত(সাঃ) কে দিয়ে দেন , তিনি (সাঃ) তখন হযরত খাদিজা (রাঃ) কে বললেন, যদি এই সব সম্পদ আমাকে দিচ্ছ তবে এসমস্ত কিছু আমার অধিকারে থাকবে, আমি যা খুশি করতে পারি। তিনি(রাঃ) বললেন সেজন্যই আমি দিচ্ছি। তিনি(সাঃ) বললেন আমি ক্রীতদাসদেরও মুক্তি দিব।তিনি:(রাঃ) বললেন আপনার যা খুশি করতে পারেন, আমি আপনাকে দিয়ে দিয়েছি, এই সম্পদ আপনার, এখন আমার কোনো অধিকার নেই। সুতরাং তিনি(সাঃ) তখনই হযরত খাদিজা(রাঃ)–র ক্রীতদাসদের ডাকলেন এবং বললেন আজ থেকে তোমরা সকলে স্বাধীন। এবং সম্পদের অধিকাংশ গরিবদের মধ্যে বন্টন করে দিলেন।

যে সকল ক্রীতদাস তিনি মুক্ত করেছিলেন তাদের মধ্যে জায়েদ নামে একজন গোলাম ছিল। তিনি হয়তো অন্যান্য ক্রীতদাসদের থেকে বেশি বিচক্ষণ ও বুদ্ধিমান ছিলেন। তিনি একথা বুঝতে পারেন যে আমি এখন যে স্বাধীনতা পেলাম, দাসত্বের যে মোহরের আজ অবসান হল , কিন্তু আঁ হযরত(সা) এর দাসত্বের বন্ধনে চিরকাল থাকাই আমার জন্য মঙ্গলজনক। তিনি বললেন যে ঠিক আছে, আপনি আমাকে মুক্তি দিয়েছেন, কিন্তু আমি নিজেকে মুক্ত করতে চাইনা। আমি আপনার নিকটেই দাস হয়ে হয়ে থাকব। সুতরাং তিনি আঁ হযরত (সাঃ) এর নিকটেই ছিলেন। দুই পক্ষ থেকেই ভালবাসার সম্পর্ক উন্নতি লাভ করতে থাকে। জায়েদ এক বিত্তশালী ও সম্পন্ন পরিবারের ব্যক্তি ছিলেন। দস্যুদল তাকে অপহরণ করে নেয়। পরে বিভিন্ন স্থানে তাকে বিক্রয় করা হতে থাকে এবং এইভাবেই তিনি এখানে পোঁছে ছিলেন । অপরদিকে তাঁর মাতা-পিতা ও আত্মীয় পরিজনেরাও তার সন্ধানে ছিল।

অবশেষে যখন তারা জানতে পারল যে সেই ছেলে মক্কায় রয়েছে তখন তারা মক্কায় চলে আসেন । তারপর যখন জানতে পারল যে সে আঁ হযরত (সাঃ) এর নিকট রয়েছে, তারা আঁ হযরত (সাঃ) এর মজলিসে আসল। সেখানে এসে তারা নিবেদন করল যে আপনি যতটা সম্পদ চান নিয়ে নিন বিনিময়ে আমাদের পুত্রকে মুক্ত করে দিন। এর মা কেঁদে কেঁদে শেষ হয়ে গেছে। তখন আঁ হযরত (সাঃ)বললেন,'আমি তো পূর্বেই একে মুক্ত করে দিয়েছি। সে এখন স্বাধীন। যদি যেতে চাই তবে চলে যাক। আমার কোনো অর্থের প্রয়োজন নাই।' তারা বলল, পুত্র , চল। পুত্র উত্তর দিল, আপনাদের সাথে সাক্ষাৎ হল এটাই যথেষ্ট। যদি কখনো সুযোগ হয় তবে মায়ের সাথেও সাক্ষাৎ হয়ে যাবে। কিন্তু এখন আমি তোমাদের সঙ্গে যেতে পারব না। আমি তো এখন আঁ হযরত (সাঃ) এর দাস হয়ে গেছি, তাঁর থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। মাতাপিতার চায়তেও বেশি ভালবাসা এখন আমি আঁ হযরত(সাঃ) এর সঙ্গে রাখি। জায়েদের চাচারা অনেক অনুরোধ করে, কিন্তু তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেন। জায়েদের ভালবাসা দেখে আঁ হযরত (সাঃ) বলেছিলেন , 'জায়েদ প্রথম থেকেই স্বাধীন ছিল , কিন্তু আজ থেকে সে আমার পুত্র। এরূপ পরিস্থিতি দেখে জায়েদের পিতা ও চাচারা সেখান থেকে নিজেদের দেশে ফিরে যাই, এবং তার পর থেকে জায়েদ সেখানেই থাকেন।

মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

" কুরআন এবং রসুল করীম (সা.)-এর প্রতি সত্যিকার ভালবাসা এবং প্রকৃত আনুগত্য মানুষকে সম্মানের আসনে অধিষ্ঠিত করে।" (আঞ্জামে আথাম, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-১১, পৃ: ৩৪৫)

দোয়াপ্রার্থী: Azkarul Islam, jamat Ahmadiyya Amaipur (Birbhum)

মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

তোমাদিগকে আমি সত্য সত্যই বলিতেছি যে, যে ধর্মগ্রন্থ তোমাদিগেক দান করা হইয়াছে তাহা যদি খৃষ্টানদিগকে দেওয়া হইত, তাহা হইলে তাহারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হইত না। (কিশতিয়ে নূহ, পৃ: ২১)

দোয়াপ্রার্থী: Pervez Hossain Sb, Bolpur, Birbhum

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: +91 9 679 481 821
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS OF INDIA AT NO PUNBEN/ 2016 / 70524

সাপ্তাহিক **বদর** কাদিয়ান Weekly **BADAR** Qadian

Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516

POSTAL REG NO GDP- 43 / 2020 -2022 Vol-7 Thursday, 30 June, 2022 Issue No. 26

MANAGER
SHAIKH MUJAHID AHMAD
Mob: +91 9915379255
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com

ANNUAL SUBSCRIPTION : Rs. 575/- (Per Issue : Rs. 9/-) (WEIGHT: 20-50 gms/issue)

খুতবার শেষাংশ ৭ পাতার পর.....

অংশ লাভ করতে থাকি যার ভবিষ্যদ্বাণী মহানবী (সা.) করেছেন এবং যার প্রতিশ্রুতি আল্লাহ্ তা'লা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কেও প্রদান করেছেন, অর্থাৎ খিলাফতের ব্যবস্থাপনা। কাজেই, আত্মপর্যালোচনা করতে থাকা উচিত যে, আমরা খিলাফতের সাথে নিজেদেরকে কতটুকু সম্পৃক্ত করতে পেরেছি, যেন আমরা ঐক্যবদ্ধভাবে খোদার একত্ববাদকে পৃথিবীতে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে পারি।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) একস্থানে বলেন, তোমাদের জন্য সুসংবাদ যে, নৈকট্য লাভের মাঠ শূন্য। অর্থাৎ, আল্লাহ্ তা'লার নৈকট্য লাভের মাঠ শূন্য। তাঁর পানে অগ্রসর হওয়ার মাঠ শূন্য। সকল জাতিই সংসার-প্রেমে মত্ত আর যে কাজে খোদা সন্তুষ্ট হন, জগদ্বাসীর এর প্রতি কোন মনোযোগ নেই। খোদার পানে আসার প্রতি জগদ্বাসীর মনোযোগ নেই। যারা পূর্ণ উদ্যমের সাথে এই দ্বার দিয়ে প্রবেশ করতে চায়, অর্থাৎ, যারা আল্লাহ্ তা'লার পানে অগ্রসর হবার দরজা দিয়ে প্রবেশ করতে চায় তাদের জন্য নিজেদের সৎ গুণাবলীর বা নৈপুণ্যের পরিচয় দেয়ার এবং খোদার কাছ থেকে পুরস্কার লাভের এটিই সুবর্ণ সুযোগ। একথা মনে কোরো না যে, খোদা তোমাদের বিনষ্ট করবেন। তোমরা খোদার হাতের এক বীজ বিশেষ যা জমিতে বপন করা হয়েছে। খোদা তা'লা বলেছেন, এই বীজ বর্ধিত হবে এবং ফুলে ফলে সুশোভিত হবে আর চতুর্দিকে এর শাখা-প্র শাখা নির্গত হবে এবং এক মহামহীরূহে পরিণত হবে। ”

(আল ওসীয়্যত, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-২০, পৃ: ৩০৮-৩০৯)

অতঃপর তিনি (আ.) বলেন, খোদা তা'লা আমাকে সম্বোধন করে বলেছেন, আমি যেন নিজ জামা'তকে অবহিত করি যে, যারা ঈমান এনেছে, এইরূপ ঈমান যাতে কোনরূপ পার্থিব (স্বার্থ বা লালসার) সংমিশ্রণ নেই এবং সেই ঈমান কপটতা বা ভীরুতা দুষ্ট নয় এবং তা আজ্ঞানুবর্তিতার কোন স্তর হতে বিবর্জিত নয়, এরূপ ব্যক্তিরাই খোদার প্রিয়ভাজন। আর খোদা তা'লা বলেন, তাদের পদচারণাই সত্যের পদচারণা।”

(আল ওসীয়্যত, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-২০, পৃ: ৩০৯)

এসব বাক্য তিনি আল ওসীয়্যত পুস্তিকায় লিখেছেন, যাতে তিনি খিলাফত প্রতিষ্ঠারও সুসংবাদ প্রদান করেছেন। অতএব, তাঁর এই বক্তব্য এ কথার প্রতিও মনোযোগ আকর্ষণ করে যে, খিলাফতের সাথেও প্রত্যেক আহমদীর নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততাপূর্ণ সম্পর্ক থাকা উচিত। আর তারাই বয়আ'তের দায়িত্ব যথাযথভাবে সম্পাদনকারী হবে যারা উক্ত মান অর্জন করবে। আর এমনটি হলেই আমরা আজ খিলাফত দিবস উদযাপন করার দায়িত্ব যথাযথভাবে পালনকারী হব। আল্লাহ্ তা'লা সবাইকে তৌফিক দিন তারা যেন খিলাফতের হাতে বয়আ'তের দায়িত্ব পালনকারী হয় আর আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহরাজিও অর্জনকারী হয়।

আজকে একটি সংক্ষিপ্ত ঘোষণা রয়েছে, আজ ঘানা জামা'ত তাদের জলসা করছে, দু 'দিনের জলসা। ২৭ ও ২৮ তারিখ, বুসতানে আহমদ - এ জলসা হচ্ছে। এছাড়াও তারা সারা দেশে ১১৯টি সেন্টার বানিয়েছে যার মাঝে পাঁচটি বড় সেন্টারও রয়েছে এবং তাদের পরস্পরের মাঝে অডিও-ভিডিও এর মাধ্যমে যোগাযোগ স্থাপন করা হয়েছে। ঘানা জামা'তের সূচনা হয়েছিল ১৯২১ সনের ফেব্রুয়ারিতে। মওলানা আব্দুর রহিম নাইয়্যার সাহেব (রা.) এখানে লন্ডন থেকে যাত্রা করে ঘানা পোঁছেছিলেন। গত বছর ঘানা জামা'ত তাদের শতবর্ষপূর্তির অনুষ্ঠানমালা আয়োজন করতে চাচ্ছিল, কিন্তু কোভিডের কারণে আয়োজন করা সম্ভব হয় নি। তাই তারা সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে, ২০২২ ও ২০২৩ এই দুই বছরব্যাপী (তাদের) প্রোগ্রাম চলবে। আল্লাহ্ তা'লা তাদের জল সা সর্বদিক থেকে কল্যাণমণ্ডিত করুন এবং নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততায় তাদের সকল আহমদীকে ক্রমাগতভাবে উন্নতি দান করুন।

একইসাথে গাম্বিয়াতেও আজকে বার্ষিক জলসা হচ্ছে, এটা তিন দিনের জলসা। আল্লাহ্ তা'লা এটিকেও সর্বদিক থেকে কল্যাণমণ্ডিত করুন। (আমীন)

****

মজলিস আনসারুল্লাহ্ জেলা মুর্শিদাবাদ, কান্দী জোনের ১৫তম বার্ষিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত হল।

গত ১৮ ও ১৯ শে জুন, ২০২২ শনিবার, মজলিস আনসারুল্লাহ্ জেলা মুর্শিদাবাদ কান্দি জোনের পক্ষ হতে দুই দিন ব্যাপি ১৫তম বাৎসরিক জেলা ইজতেমা আহমদীয়া মুসলিম জামাত রাজখণ্ড মসজিদ কমপ্লেক্সে অনুষ্ঠিত হল। সন্ধ্যা ৫:১৫টা ঘটিকায় মাননীয় নায়েব জেলা আমীর লুৎফুল হক সাহেবের সভাপতিত্বে মাননীয় বানী ইসরাঈল সাহেবের তেলাওয়াত দিয়ে সূচনা হয়। এরপর মাননীয় আমীর সেখ সাহেব জেলা নাযিম আনসারুল্লাহ্র আহাদ পাঠ করান। মাননীয় কাজি তারিক আহমদ মুবাল্লিগ ইনচার্জ ও মাননীয় সভাপতি মহাশয় সংক্ষিপ্ত ভাষণ ও দোয়ার মাধ্যমে ইজতেমার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ও ইজতেমার প্রারম্ভ হয়। খেলাধূলা মিউজিক্যাল চেয়ার ও মাগরিব ও ঈশার নামাযের পর তেলাওয়াত নযম প্রতিযোগিতাগুলি সম্পন্ন হয়। রাতের খাবারের সাথে ১ম দিন শেষ হয়। দ্বিতীয় দিন অর্থাৎ১৯ শে জুন রবিবার বা-জামাত নামাযে তাহাজ্জুদ ফজর ও দরসে কুরআন ও ইজতেমায়ী তেলাওয়াতের মাধ্যমে সূচিত হয়। সকাল সকাল খেলাধূলার প্রোগ্রাম: শার্ট-পুট/বল ছোড়া, হাঁড়ি ভাঙ্গা, বালতি বল ফেলা, কাছী টানাটানি করানো হয়। এরপর সকালের নাস্তার পর মিটিং মজলিসে পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভা শেষের সঙ্গে সঙ্গে বক্তব্য ও ক্যুইজ প্রোগ্রাম করানো হয়। পরিশেষে ১২:৩০টা থেকে সমাপ্তি অনুষ্ঠান মাননীয় আশরাফুল সেখ সাহেব জেলা আমীর এর সভাপতিত্বে তেলাওয়াত আহাদ নামা আনসার, নযম ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন ও সভাপতির ভাষণ হয়। প্রতিযোগিতায় বিভিন্ন স্থানাধিকারী আনসারদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। দোয়ার মাধ্যমে এই ইজতেমার পরিসমাপ্তি ঘটে। আলহামদোলিল্লাহ। জেলার ১৬টি মজলিস থেকে প্রায় শতাধিক আনসার ইজতেমায় উপস্থিত হন। আল্লাহ্ তা'লা উপস্থিত সকলকে উত্তম পুরস্কারে ভূষিত করুন। আমীন।

সংবাদদাতা: কাজী তারিক আহমদ, মুবাল্লিগ ইনচার্জ, জেলা মুর্শিদাবাদ, কান্দি জোন।

১ম পাতার পর.....

একটি করে রাণী মৌমাছি থাকে। সমস্ত মৌমাছি সেই রাণী মৌমাছির আনুগত্য করে। তাদের বংশধারা ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। মানুষের মত তারা একত্রে মিলেমিশে থাকে না। যখন কোনও নতুন রাণী মৌমাছির জন্ম হয়, তখন পুরোনো মৌমাছিগুলি তাকে

তাকে মেরে ফেলতে চায়। তখন সমস্ত যুবক মৌমাছিগুলি তাকে পাহারা দেয় এবং সকলে মিলে তাকে রক্ষা করে। সেই রাণী মৌমাছিটি পূর্ণাঙ্গ মৌমাছিতে পরিণত হলে নিজের সঙ্গীদের নিয়ে পৃথক মৌচাক তৈরী করে। তাছাড়া রাণী মৌমাছি লড়াই করে পূর্বের বয়স্ক মৌমাছিগুলিকে মৌচাক থেকে তাড়িয়ে দেয় অথবা হেরে গিয়ে অন্যত্র চলে যায়। তাদের জীবনপ্রণালী সম্পর্কে আরও অনেক বিস্ময়কর বিবরণ রয়েছে। খোদা তা'লার মৌমাছির বিষয়টিকে এজন্য নির্বাচন করেছেন যাতে জানা যায় এক সর্বব্যপী সত্তা তাদের বুদ্ধি দিয়েছে এবং তাদেরকে এমন কে ব্যবস্থাপনা দান করেছে যা তাদের নিজদের মস্তিষ্ক প্রসূত নয়। এছাড়া এই দৃষ্টান্তটি নির্বাচনের কারণ হল মৌমাছির জীবনপ্রণালী সামান্য চিন্তা করলেই চোখে পড়ে আর এজন্যও যে, এর থেকে এক এমন খাদ্য উৎপন্ন হয় যেটিকে মানুষ উৎকৃষ্ট বলে বিবেচনা করেছে। তাদের মধ্যে এমন জীবনপ্রণালী থাকাই বলে দিচ্ছে যে, তারা বুদ্ধিমান প্রাণী। কিন্তু তাদের অপরিবর্তনশীল অবস্থা এবং ক্রমাগত উন্নতি করতে না পারা বলে দিচ্ছে যে, এই ব্যবস্থাপনা অন্য কোনও সত্তার পক্ষ থেকে তাদের দেওয়া হয়েছে, বাইরে থেকে এসেছে, সেই ব্যবস্থাপনা তাদের নিজেদের গড়া নয়।

এই আয়াতে এ বিষয়ের প্রতিও দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে যে, মৌমাছিরাও বিভিন্ন প্রকারের হয়ে থাকে। কিছু শ্রেণী আছে যারা পাহাড়ে মৌচাক তৈরী করে, কিছু সমতল ভূমির গাছপালায় আর কিছু মৌমাছি বাড়িতে বা আঙুর জাতীয় লতার জন্য প্রস্তুত করা মাচানের উপর। এর দ্বারা এ বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, যে-সমস্ত মানুষের উপর ওহী অবতীর্ণ হয় তারা সকলেই একই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত নয়। তাদের মধ্যে কতিপয়ের স্থান পাহাড়ে, কতিপয়ে গাছপালায় আর কতিপয়ের বাড়ির ছাদের কার্নিশ এবং মাচানের উপর। অর্থাৎ তাদের মধ্যে কিছু আছে যারা অত্যুচ্চ স্থানের অধিকারী হয় এবং পর্যায়ক্রমে নিম্নতর মর্যাদার অধিকারীও হয়ে থাকে। অর্থাৎ এই আয়াতে এবিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে যা تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ (বাকারা, ৩৩ রুকু) আয়াতে বর্ণিত হয়েছে।

(তফসীর কবীর, ৪র্থ খন্ড, পৃ: ১৯৪)

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor: Tahir Ahmad Munir